CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 25 March, 2024 ■ আগরতলা ২৫ মার্চ ২০২৪ ইং ■ ১১ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যজুড়ে কাল বৈশাখীর তান্ডব

মৃত ৩ মৎসজীবী, নিখোঁজ এক , বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন

শিলাবৃষ্টিতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, কল্যাণপুর, বক্সনগর, ২৪ মার্চ: ডুম্বুর জলাশয়ে ভয়ঙ্কর ঘটনা। শনিবার রাতে ডম্বুর জলাশয়ে ঘূর্ণিঝড়ের ফলে চার মৎসজীবী নিখোঁজ। আজ সকাল থেকে উদ্ধার কাজে নেমেছে গন্ডাছড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তর এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের কর্মীরা। তাঁদের মধ্যে একজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে সকালেই। বাকি ৩ জনের মধ্যে ২ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বিকেলে।

জনৈক ব্যক্তি জানিয়েছেন, গতকাল রাতেগন্ডাছড়া সদানন্দ পাড়ায় ডম্বুর জলাশয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন চার জেলে। রাত ৯টা নাগাদ হঠাৎ ঘূর্নীঝড় আসে। তাতে ডম্বুর জলাশয়ে তলিয়ে গিয়েছেন চার জন মৎস্যজীবী। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাঁদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।আজ সকালে উদ্ধার কাজে নেমেছে গন্ডাছড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তর এবং ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্টের কর্মীরা।

তিনি আরও জানিয়েছেন, হরি দাস(৪৫), প্রদীপ দাস(৪৬), জ্যোতিষ মল্লিক(৫০) এবং সঞ্জিত নন্দী। তাঁদের মধ্যে হরি দাসের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে সকালে। বিকেলে জ্যোতিষ মল্লিক ও প্রদীপ দাসের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত একজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন। পাশাপাশি তিনি আশ্বাস দিয়েছেন প্রশাসন তাদের পাশে সব সময় থাকবে।

এদিকে, ঝড়ের দাপটে বহু বাড়িঘর, গাছপালা, বিদ্যুতের খুঁটি ভূপাতিত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন অনেকে। শনিবার রাতে হঠাৎ ঝড়ের তীব্র গতির দমকা হাওয়া চারিদিকে প্রবাহিত হতে থাকে। বিদ্যুৎবিহীন রাতের ঘোর অন্ধকারে মানুষের কোলাহল, দৌড়ঝাপ। পথঘাট বিভিন্ন দিকেই বন্ধ হয়ে পড়ে। ছিন্ন ভিন্ন বিদ্যুতের খুঁটি। স্বল্প সময়ে কল্যাণপুর এলাকার বিভিন্ন গ্রাম সফরে দেখা যায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেশি তীব্রবেগে বাতাস। দৌড়ঝাঁপ সর্বত্র। বাতাসের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল এক ঝলকে কল্যানপুরের বিভিন্ন গ্রামবাসীদের বাড়ি ঘরের টিনের চাল, বাউন্ডারির টিন, আস্তানা উড়তে থাকে। এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি। এরই মধ্যে গাছপালা ভেঙ্গে পড়তে থাকে। স্বল্প সময়ের ঝড়ের তীব্রতার মাঝে অঝোরে বৃষ্টি শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত ঝড় বৃষ্টি থামতেই ঘিলাতলি, কমলনগর, উত্তর কমলনগর, উত্তর ঘিলাতলি, পূর্ব কল্যাণপুর, কুঞ্জবন প্রভৃতি এলাকায়। পূর্ব কুঞ্জবন পঞ্চায়েতের গোপালনগর গ্রামে ঝড়ের দাপটে জনৈক কৃষক পরিবার সর্বস্বান্ত হয়েছে।

গ্রামের বাসিন্দা প্রবোধ রুদ্রপালের খামারবাড়িতে বিশালাকার ছাগল ফার্মের চারটি ঘর একেবারে লন্ডভন্ড ৬ এর পাতায় দেখুন

বারে বিরোধী ভোটের জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ।। বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে জয়ী হল সংবিধান বাঁচাও মঞ্চ। ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পদে জয়ী হয়েছেন মৃণাল কান্তি বিশ্বাস। সহ সভাপতি পদে জয়ী হয়েছেন সুব্রত দেবনাথ। সেক্রেটারি পদে জয়ী হয়েছেন কৌশিক ইন্দু এবং এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি পদে জয়ী হয়েছেন অমর দেববর্মা এবং উৎপল দেববর্মা। এছাড়াও দুটি প্যানেল থেকেই মোট ১০ জনকে এক্সিকিউটিভ কমিটিতে নিযুক্ত করা হয়েছে।

রিটার্নিং অফিসার বরিষ্ঠ আইনজীবী সন্দীপ দত্ত চৌধুরী জানিয়েছেন, এক্সিকিউটিভ কমিটির চারজন সদস্য সমপরিমাণ ভোট পাওয়ায় তাদেরকে একটি ইউনিটের মাধ্যমে এই কমিটিতে রাখা হয়েছে। তারা হলেন, অর্ঘ্য কুসুম পাল, অনির্বাণ লোধ, অর্পণ দাস, বৈশাখী চক্রবর্তী, দেবজিত বিশ্বাস, দিপ্তনু দেবনাথ, মনিশা মজুমদার, নিলাদ্রি মুখার্জি, পুলক সাহা, সৈকত রহমান, সৌরভ পণ্ডিত ও তরুন দে সরকার।

তিনি আরো জানান, এবারের বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে মোট ভোটার ছিল ৫০০ জন। তারমধ্যে ৪৬৩ ভোটার এদিন নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। এছাড়াও এবছরই প্রথম বারের মত বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে রিমোর্ট ভোটিং এর ব্যবস্থা ছিল। এই পরিষেবার মাধ্যমে বরিষ্ঠ আইনজীবি সমীর রঞ্জন বর্মন ও সম্পা দাস বাড়িতে বসেই তাদের ভোট প্রদান করেছেন।

উল্লেখ্য রবিবার সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে এই ভোটগ্রহন প্রক্রিয়া। তারপরে শুরু হয় এই গননার কাজ। ব্যালট পেপারের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে ভোট প্রক্রিয়া। এক প্রকার শান্তিপূর্ন পরিবেশেই বার ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনীয়ায় ইন্ডিয়া জোটের দুই প্রার্থীর সমর্থনে বাম-কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৪ মার্চ ।। প্রতিটি নির্বাচন একটি রাজনৈতিক সংগ্রাম। দেশের বর্তমান লোকসভা নির্বাচন শুধু ক্ষমতা পরিবর্তনের লড়াই না। এই লড়াই দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা, গনতন্ত্র, সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা সর্বপরি দেশের সংবিধানকে বাঁচানোর লড়াই। এই লড়াইয়ে সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ গনতান্ত্রিক দেশ প্রেমী মানুষকে সামিল হতে হবে। রবিবার বিলোনীয়া সিপিআই(এম) মহকুমা অফিসের করুনা স্মৃতী হলে আয়োজিত নির্বাচনি সভায় এই আহ্বান করেন সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য বাদল চৌধুরী। আসন্ন লোক নির্বাচনকে সামনে রেখে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী আশিষ কুমার সাহা এবং পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং এর সমর্থনে রবিবার সিপিআই(এম) বিলোনীয়া মহকুমা অফিসের করুনা রায় স্মৃতী হলে পূর্ব ত্রিপুরা কেন্দ্রের অন্তগত ঋষ্যমুখ বিধারসভা এলাকা এবং পশ্চিম ত্রিপুরা কেন্দ্রের অন্তগত বিলোনীয়া বিধানসভা এলাকার সিপিআই(এম) কর্মী সমর্থক দরদীদের নিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে তিনটি নির্বাচনী সভা করা হয়। সভাগুলিতে বাদল চৌধুরী ছাড়াও বক্তব্য রাখেন কংগ্রেস জোটের প্রার্থী আশিষ কুমার সাহা, সিপিআই(এম) বিলোনীয়া মহকুমা সম্পাদক তাপস দত্ত, বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, অশোক মিত্র, ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্ব আসনের প্রার্থীর সমর্থনে মুখ্যমন্ত্রী

উন্নয়নের নিরিখে রাজ্যে দুটি আসনেই বিজপির জয় নিশ্চিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ ।। একমাত্র নরেন্দ্র মোদীর গ্যারান্টিই জাতি জনজাতিদের উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে পারে। তাই এবারের লোকসভা নির্বাচনে উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজ্যের দুটি আসনেই বিজেপির জয় নিশ্চিত করার দাবী জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবারও এর ব্যতিক্রম হয়নি। এদিন পূর্ব ত্রিপুরা আসনের প্রার্থী কীর্তি সিং দেববর্মার সমর্থনে ধলাই জেলার আমবাসা টাউন হলে এক সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন ধলাই ও খোয়াই জেলার ১২ টি মণ্ডলের কার্যকর্তাদের নিয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিনের এই বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের উদ্দেশ্যে বলেন, রাজ্যে বাম শাসনে জনগণ উন্নয়ন প্রত্যক্ষ করেনি, শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতিই দেখেছে। বিরোধী আমলে রাজ্যে শুধুই প্রতিশ্রুতি দিয়েই খালাস হত কাজ। তবে রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মানুষ আসল উন্নয়ন লক্ষ্য করেছে। বিজেপি সরকার কাজে বিশ্বাসী। তাই শুধুমাত্র রাজ্যই নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন বলে দাবী করেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দিকনির্দেশেই রাজ্য তথা দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। তিনিই পারেন ভারতকে নতুন দিশা দিতে। তাই রাজ্যের দুটি আসনে বিজেপির জয় নিশ্চিত করতে দলীয় কর্মীদের আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করার উপদেশ দেন ৬ এর পাতায় দেখুন

চড়িলামে প্রচারে ঝড় তুললেন বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ ।। প্রতিদিনই দলীয় প্রচারে ঝড় তুলছেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব। আজও তার ব্যতিক্রম নয়। রবিবার চড়িলাম বিধানসভা এলাকায় দলীয় কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করেছেন তিনি। এদিন চড়িলাম বিধানসভার ছেচড়িমাইল স্কুল প্রাঙ্গন থেকে এক নির্বাচনী রেলি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিনেই এই রেলির অগ্রভাগে সুসজ্জিত গাড়ীতে ছিলেন প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব, বিধায়ক ভগবান দাস সহ দলীয় পদাধিকারিরা। এদিন প্রচুর যুবকরা বাইক রেলিতে অংশ গ্রহণ করেছেন। একপ্রকার ভারতীয় জনতা পার্টির শ্লোগানে মিখরিত হয়ে উঠেছিল সংশ্লিষ্ট এলাকা। এদিনেই এই রেলিটি চড়িলামের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে। রাস্তার দুপাশে প্রচুর মানুষ হাত নেড়ে স্বাগত জানিয়েছেন প্রার্থীকে।

এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, যারা এখনো বিরোধী দলে রয়েছেন তারা যেন বিজেপি দলে এসে সামিল হন। কেননা রাজ্যে বিরোধীদের কোনো অস্তিত্ব নেই। ৬ এর পাতায় দেখুন

তিনদিনের রাজ্য সফরে বিএসএফের অতিরিক্ত মহাপরিচালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ ।। তিনদিনের রাজ্য সফরে ত্রিপুরায় এসে নিরাপত্তা সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের খোঁজখবর নিলেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক রবি গান্ধী, বিএসএফ (ইস্টার্ন কমান্ড)। গত ২২ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত তিনি ত্রিপুরায় অবস্থান করেছেন।

এই তিনদিনের সফরকালে বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনা সহ সীমান্তের বিভিন্ন অপারেশনাল এবং প্রশাসনিক দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি।

তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন , আইজি বিএসএফ ত্রিপুরা, শ্রী প্যাটেল পীযূষ পুরুষোত্তম দাস, আইপিএস এবং

অন্যান্য ঊর্ধতন কর্মকর্তারা।

আইজি বিএসএফ ত্রিপুরা এডিজিকে ত্রিপুরা সীমান্তের ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর সাধারণ নিরাপত্তা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

পরিদর্শনের সময় অতিরিক্ত মহাপরিচালক, শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। পাশাপাশি এই সফরকালে ক্যাম্পাস ঘুরে দেখেন এবং ফ্রন্টিয়ার সদর দফতর ত্রিপুরায় অফিসারদের সাথে মতবিনিময় করেন। এডিজি আইজি বিএসএফ ত্রিপুরার সাথে, বেশ কয়েকটি বর্ডার আউট ৬ এর পাতায় দেখুন

পর্যটনমন্ত্রীর পিতার প্রয়াণে শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ।। প্রয়াত হয়েছেন রাজ্যের বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর পিতা শ্যামল চৌধুরী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন তিনি। আজ সকালে আগরতলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ
আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ১৬৬ ▫ ২৫ মার্চ ২০২৪ ইং ▫ ১১ চৈত্র ▫ সোমবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

আজ বসন্ত উৎসব

ঋতুচক্রের শেষ উৎসব দোলযাত্রা। পাতা ঝরার সময়, বৈশাখের প্রতীক্ষা। এই সময় পড়িয়া থাকা গাছের শুকনো পাতা, তার ডালপালা একত্রিত করিয়া জ্বালইয়া দেওয়ার মধ্যে এক সামাজিক তাৎপর্য রহিয়াছে।ভারতীয় পুরণশাস্ত্র অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণ দোল পূর্ণিমার দিন রাধিকা ও বৃন্দাবনের অন্যান্য গোপীগণের সঙ্গে রং খেলিয়াছিলেন। এই ঘটনা থেকেই দোলযাত্রা বা রং খেলার উৎসবের উৎপত্তি হয়। প্রতি বছরই দোল পূর্ণিমা ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। এবছর এই দিনটি ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী মার্চ মাসের ৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অনেক জায়গায় দোল পূর্ণিমা উৎসবটি বসন্ত উৎসব হিসাবে উদযাপিত হয়। দোল পূর্ণিমার দিন ছোট থেকে বড় সকলেই একে অপরকে রং মাখাইয়া আনন্দে মাতিয়া ওঠে। নবদ্বীপ, মায়াপুর ও কৃষ্ণনগরে বাঙালিদের কাছে এই দিনটা আরো গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সেখানে এই দিনটি চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মতিথি হিসাবে পালন করা হয়।

দোল পূর্ণিমা বা দোল যাত্রা, সনাতন হিন্দুধর্মাবলম্বীদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও বর্ণিল উতসব। গ্রাম ত্রিপুরা ,বাংলা ও ওড়িষা ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন স্থানে দোল উতসব মহাসমারোহে পালিত হয়। দেশের অন্যান্য স্থানে, বিশেষ করিয়া উত্তরভারতে দোল যাত্রা হোলি নামে পরিচিত। তবে দুটি জিনিস এক হইলেও এর পিছনে রহিয়াছে অন্য কারণ। তবে দোল উতসবের অপর নাম হইল বসন্তোতসব। যাহা শান্তিনিকেতনে এর সুনাম বিশ্ববিখ্যাত। ফাল্গুন মাসের পূ্র্মিা তিথিতে প্রতিবছর দোলযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।ছোট থেকে শুরু করিয়া বড়, সবাই রঙর এর উৎসবে মাতিয়া ওঠে এবং রঙ খেলার পর মিষ্টি মুখ করিয়া এই আনন্দের সমাপ্তি ঘটে। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে হোলি উৎসব পালন হয়। দেশের বাইরে বিদেশিদের মধ্যেও এর প্রচলন দেখা যায়। দোল পূর্ণিমা দিন হোলির রঙে সবাই নিজেদের রাঙ্গিয়ে তোলে, সমস্ত বিভেদ ভুলিয়া এক হইয়া যায়। দোল বা হোলির অর্থ এক হইলেও দুটি ভিন্ন অনুষ্ঠান। দোল ও হোলি কখনওই এক দিনে পড়ে না। দোল যাত্রা বা বসন্তোতসব একান্তই বাঙালিদের রঙিন উতসব। বাঙালিদের মধ্যে দোলযাত্রাকে বসন্তের আগমনী বার্তা হিসাবে বিবেচনা করা হয়।বৈষ্ণবদের মতে, দোল পূর্ণিমার দিন শ্রীকৃষ্ণ আবির নিয়ে শ্রীরাধা ও অন্যান্য গোপীদের সঙ্গে রঙ খেলায় মত্ত ছিলেন। সেখান থেকেই দোলযাত্রার শুরু। ১৪৮৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি, দোল পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মগ্রহণকে কেন্দ্র করিয়াও এই মহোতসব পালন করা হয়। এই তিথিকে গৌর পূর্ণিমাও বলা হয়। তবে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা গোপীদের সঙ্গে রঙ খেলার অনুষ্ঠানই এই দোলযাত্রার মূল কেন্দ্রবিন্দু। শ্রীকৃষ্ণের লীলা কবে থেকে শুরু হইয়াছিল, তাহা জানা না গেলেও বিভিন্ন পুরাণ ও গ্রন্থে সেই মধুর ও রঙিন কাহিনির উল্লেখ রহিয়াছে। এছাড়া হিন্দু পুরাণে প্রায় ২ হাজার বছর আগে, ইন্দ্রদ্যুম্নের দ্বারা গোকুলে হোলি খেলা প্রচলনের উল্লেখ রহিয়াছে। তবে ইতিহাস বলছে প্রাচীন ভারতে ইন্দ্রদ্যুম্নের নাম একাধিকবার রহিয়ায়েছে। তাই এই ইন্দ্রদ্যুম্ন আদতে কে ছিলেন, সেই নিয়া বিতর্ক রহিয়াছে।আবার বসন্ত পূর্ণিমার দিনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, কেশি নামে একজন অসুরকে বধ করেন। কেশি একজন অত্যাচারী এবং নিষ্ঠুর অসুর ছিলেন। এর জন্য এই অত্যাচারী অসুর দমন হওয়ার জন্য এবং অন্যায় শক্তি ধ্বংস হওয়ার জন্য আনন্দ উৎসবে এই দিনটি উদযাপিত হইয়া থাকে।প্রহ্লাদ ধার্মিক ছিলেন। তাই তাহাকে হত্যা করা সহজ ছিল না। কোনোভাবেই তাকে হত্যা করা যাইতেছিল না। তখন হিরণ্যকশিপুর তাহার ছেলেকে পুড়িয়া মারিবার নির্দেশ দেন। অন্যদিকে হোলিকা আগুনে কোন দিন ক্ষতি হইবে না এই বর পাইয়াছিল। তাই প্রহ্লাদকে হত্যা করিবার জন্য হোলিকা সিধান্ত নেয় সে প্রহ্লাদকে নিয়া আগুনে ঝাঁপ দিবে। সে প্রহ্লাদকে কোলে নিয়া একদিন আগুনে ঝাঁপ দেয়।কিন্তু হোলিকার বর পাওয়া সত্ত্বেও সেদিন শেষ রক্ষা হয়নি। প্রহ্লাদ তো বিষ্ণুর আশীর্বাদে বাচিয়া যায়। কিন্তু আগুনে ভস্ম হয়ে যায় হোলিকা। সে তাহার বরের অপব্যবহার করায় আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার সময় তাহার বর নষ্ট হইয়া যায় এবং সে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। সেই দিনটি থেকে পালন করা হয় হোলি বা দোল উৎসব। বসন্ত উৎসব সকলের জীবনে আনন্দ উল্লাস ও সুখ স্বাচ্ছন্দের বার্তা বইয়ে নিয়ে আসুক সেটাই প্রত্যাশা।

ক্যানিংয়ের বিজেপি মন্ডল সভাপতির ওপর আক্রমণের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৪ মার্চ (হি.স): রাজ্যে ভোট যত এগিয়ে আসছে বাড়ছে রাজনৈতিক হিংসা। রবিবার ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার অন্তর্গত জীবনতলা থানার অন্তর্গত মটরদিঘী গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির কার্যকর্তা এবং মন্ডল সভাপতির ওপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিজেপির কার্যকর্তা। জানা গিয়েছে এদিন সকালে হঠাৎই শান্তা পাড়ায় তৃণমূল বিধায়কের প্রায় ২০০ জন তৃণমূল সমর্থিত গুন্ডাদের নিয়ে তার ওপর আক্রমণ চালায়। বন্দুক, বোমা, রড এবং অন্যান্য অস্ত্রসহকারে মন্ডল প্রেসিডেন্ট সুব্রত দাসকে তার নিজের বাড়িতেই হামলা চালানো হয়। এরপরে স্থানীয় মানুষ ও দলীয় কর্মীরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এছাড়াও আক্রান্ত হন ক্যানিং পূর্ব তিন নম্বর মন্ডলের সম্পাদক বিভাষ মন্ডল। দু""জন কার্যকর্তার একই অবস্থা। তাদের অবস্থাও অত্যন্ত সংকটজনক।

আসন্ন লোকসভা ভোটের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ জেডিইউ-র, ১৬ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা

পাটনা, ২৪ মার্চ (হি.স.): আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল জনতা দল (ইউনাইটেড)। রবিবার মোট ১৬ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী, রাজীব রঞ্জন (লালন) সিং মুঙ্গের থেকে এবং লাভলি আনন্দ শেওহর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ের ভোটের এক মাসেরও কম সময় বাকি আছে, এমতাবস্থায় রবিবার এনডিএ জোটের জনতা দল-ইউনাইটেড বিহারের মধ্যে আসন ভাগাভাগির ভিত্তিতে ১৬টি নির্বাচনী এলাকার জন্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে। বাল্মীকি নগর থেকে লড়বেন সুনীল কুমার, শিবহর থেকে লাভলী আনন্দ, সীতামঢ়ী থেকে দেবেশ চন্দ্র ঠাকুর, সুপৌল থেকে দিলেশ্বর কামেত, জাহানাবাদ থেকে চন্দ্রেশ্বর প্রসাদ, নালন্দা থেকে কৌশলেন্দ্র প্রসাদ, ভাগলপুর থেকে অজয় কুমার মণ্ডল, পূর্ণিয়া থেকে সন্তোষ কুমার, কিশনগঞ্জ থেকে মুজাহিদ আলম প্রমুখ।

উত্তর প্রদেশে ১৬ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা বহুজন সমাজ পার্টির

লখনউ, ২৪ মার্চ (হি. স.): উত্তর প্রদেশের ৮০টি লোকসভা আসনের মধ্যে ১৬টিতে নিজেদের প্রার্থীদের ঘোষণা নাম করলো বহুজন সমাজ পার্টি। রবিবার প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতীর দল। জানা গেছে, সাহারানপুর থেকে প্রার্থী করা হয়েছে মাজিদ আলী, কৈরানা থেকে শ্রীপাল সিং, মুজাফফরনগর থেকে দারা সিং প্রজাপতি, বিজনৌর থেকে বীজেন্দ্র সিং, মোরাদাবাদ থেকে মহম্মদ ইরফান সইফি, রামপুর থেকে জিশান খান, সম্ভল থেকে সৌলত আলী, আমরহা থেকে মুজাইদ হুসেন, মিরাট থেকে দেবরিত ত্যাগী, বাঘপত থেকে প্রবীণ বানসাল, গৌতম বুদ্ধ নগর থেকে রাজেন্দ্র সিং সোলাঙ্কি,

শান্তিনিকেতনের বসন্তোৎসব

অমিতাভ বসু

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ ১৯০৭ সালে শান্তিনিকেতনে "ঋতু উৎসব" শুরু করেছিলেন। কিন্তু এই উৎসব বসন্তে অনুষ্ঠিত হত না। শমীন্দ্রনাথ অল্প বয়সে মারা যান। পরে ১৯২৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীতে বসন্ত উৎসব শুরু করেন। ফাল্গুনী বা দোল পূর্ণিমায় শান্তিনিকেতন আশ্রম সম্মিলনীর অধিবেশনে বসন্তোৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। শান্তিনিকেতনে এই উৎসব আজও অব্যাহত রয়েছে। বাংলা পঞ্জিকা অনুসারে ফাল্গুন ও চৈত্র মাস বসন্ত ঋতু। এই ঋতুতে প্রকৃতি পলাশ, শিমুল, কৃষ্ণচূড়া ইত্যাদি রঙিন ফুল দিয়ে নিজেকে সাজায়। বসন্তের উজ্জ্বল রঙের আগমনের সাথে প্রকৃতির যে জাদুকরী মোহনীয়তা সৃষ্টি হয় তাতে স্বাভাবিকভাবে রবীন্দ্রনাথের শিল্পী সত্তাকে আবিষ্ট করে এবং রচিত হয় বসন্তের এক গুচ্ছ যুগান্তকারী গান। রবীন্দ্রনাথের লেখা এই পংক্তি 'রাঙা হাসি রাশি রাশি অশোকে পলাশে' বসন্তের উজ্জ্বল রঙের বর্ণনা বহন করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত ও বর্ষা' নিবন্ধে লিখেছেন, "বসন্ত উদাসীন, গৃহত্যাগী। ...বসন্ত আমাদের মনকে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়, ...বসন্তে আমাদের মন অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া যায়, বাতাসের উপর ভাসিতে থাকে, ফুলের গন্ধে মাতাল হইয়া জ্যোৎস্নার মধ্যে ঘুমাইয়া পড়ে; আমাদের মন বাতাসের মতো, ফুলের গন্ধের মতো, জ্যোৎস্নার মতো, লঘু হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। বসন্তে বহির্জগৎ গৃহদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া আমাদের মনকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যায়।" সেই ছড়িয়ে পড়া মনের জন্যই বসন্তোৎসব। গৃহবাসীকে 'খোলদ্বার খোল বলা কেবল ধ্বনিমাধুর্যের রেশ নয়, গানের অলঙ্কার নয়, তার মধ্যে একটি বার্তা আছে। দুয়ারের সঙ্গে সঙ্গে গৃহ, গৃহের সঙ্গে অন্তরটিকে খোলার বার্তা। রবীন্দ্রনাথ মনের দ্বার রুদ্ধ করে বেঁচে থাকার পক্ষে ছিলেন না। মনের আগল খুলে প্রকৃতির সাথে একাত্মবোধ তার কাছে পরম ইঙ্গিত ছিল। বসন্তোৎসবের আয়োজনের উদ্দেশ্যটিও একই ধারায় বয়। বসন্তের রূপ রস গন্ধ বর্ণের আস্বাদন করতে পথ অবশ্যই শ্রেয়,যে পথ সঙ্গীতে,নৃত্যে, বাদ্যে ও করতালিতে মুখরিত হবে। প্রকৃতির সাথে মনের মিলন। পুরাবাসীর সাথে পুরাবাসীর মিলন। তাই গান, ছন্দ এবং নাচের মাধ্যমে এক কমনীয় পরিবেশে শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসব পালিত হয়।

দেশের অন্যান্য অংশে যেভাবে দোল উৎসব পালিত হয় তার বিপরীত শুধু ফুল ও আবির দিয়ে শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসব উদযাপন করা হয়। ভোরে প্রভাত ফেরির মাধ্যমে উৎসব শুরু হয়। শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলা থেকে উপাসনাগৃহ পর্যন্ত বৈতালিকের মধ্যে দিয়ে আশ্রম পরিক্রমা করা হয়। হলুদ রঙের শাড়ি এবং পাঞ্জাবি পরে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র সঙ্গীত গায় এবং নাচ করে। দিনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সাধারণত সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথের একটি নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হয়। বসন্ত উৎসবের মূল ভাবধারা প্রকৃতি এবং মানুষের মিলন। এই উৎসব সময় ও সংস্কৃতির বাধা অতিক্রম করে আত্মার মিলন ঘটায়। আজও, এই ঐতিহ্য অপরিবর্তিত রয়েছে যদিও সময়ের সাথে সাথে বসন্তোৎসব উদযাপনে কিছু পরিমার্জন হয়েছে।

২৬ শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার দিন

প্রদীপ চক্রবর্তী

হঠাৎ করেই পুলিশ ওয়ারলেসে ভেসে আসে সেই রাশভারী কন্ঠস্বর। "This may be last message to you from today Bangladesh is independent".জহুর আহমেদ চৌধুরী এই বার্তা পেলেন।আর সেই বার্তা পাঠিয়েছেন বাংলার বীর সন্তান শেখ মুজিবুর রহমান। যেদিন বার্তা পাঠানো হয়েছিল সেদিনটি ছিল ২৬ শে মার্চ ১৯৭১। জহুর আহমেদ চৌধুরী ছিলেন ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলসে। সংক্ষেপে ইপিআর।এই বার্তা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা। অর্থাৎ এই মুহূর্ত থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন।

গোটা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ল এই বার্তা।তৎপরতা শুরু হলো চট্টগ্রাম থেকে সিলেট,ঢাকা থেকে রাজশাহী, কুমিল্লা, ময়য়নসিং।৪ঠা এপ্রিল ১৯৭১ সিলেটের তেলিয়াপাড়া চা বাগানে এম এ জি ওসমানী র নেতৃত্বে বসে গুরুত্বপূর্ণ সভা। সেই সভায় বক্তব্য রাখেন ওসমানী সহ আরো দুজন। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে গঠন করা হয় মুক্তিফৌজ।মোট ৫০০০ সামরিক এবং ৮০০০ বেসামরিক মুক্তি ফৌজে যোগ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

বিস্তর আলোচনার পর অবশেষে গঠন করা হয় মুক্তিফৌজ। পরবর্তী সময়ে মুক্তিফৌজ, মুক্তি বাহিনী নামে শুরু করে রনাঙ্গনের প্রাথমিক প্রস্তুতি। খুব দ্রুত চলতে থাকে প্রস্তুতি। অনেকটাই গেরিলা কায়দায়। চারিদিকে শুধু প্রস্তুতি আর প্রস্তুতি। ছোটাছুটি।কারো মুখে রা নেই।নীরবে কাজ। দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম।একই কম বড় কথা।

গঠন করা হয়ে গেল মুক্তি যুদ্ধের কমান্ড।এর সর্বাধিনায়ক হলেন শেখ মুজিবুর রহমান। সহকারী সৈয়দ নজরুল ইসলাম,তাজ উদ্দিন আহমেদ এবং এম এজি ওসমানী। ওসমানী রনাঙ্গনকে দুটি ভাগে ভাগ করে নেয়। কর্ণেল আব্দুর রব এবং এ কে খন্দকার।আব্দুর রব চীফ অব স্টাফ উপাধি। কর্নেল আব্দুর রব র উপর ন্যস্ত করা হয় দুটি বাহিনী।এর মধ্যে একটি নিয়মিত এবং অপরটি সেক্টর বাহিনী।বৃগেড ফোর্স ছিল তিনটি। সেগুলো হল জেড ফোর্স, এসফোর্স ও কে ফোর্স। জিয়াউর রহমান জেড ফোর্সের নেতৃত্বে ছিলেন।শফিউল্লা কে ফোর্স ,।

১-৬সেক্টরের দায়িত্বে আব্দুর রব। খন্দকার ছিলেন ৭-১১ সেক্টরের।এর মধ্যে ১১ সেক্টর ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা নৌবাহিনী ছিল এর অন্তর্ভুক্ত।

বাকী গুলো অনিয়মিত।

মেহেরপুরে হয় অসায়ী সরকার। ১৯৭১ র ১০ ই এপ্রিল গঠন করা হয় ১ম সরকার।ওই সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা মুক্তি যুদ্ধের সুতিকাগার।

বিশদভাবে বলতে গেলে১৭ ই এপ্রিল ১৯৭১মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর, তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরে মহকুমা বৈদ্যনাথতলা ইউনিয়নের ভবের পাড়া গ্রামে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে। বৈদ্যনাথতলা ইউনিয়নের ভবেরপাড়া গ্রাম দুটিকে একত্র করে নুতন নামকরণ করা হয়।নাম দেয়া হয় মুজিবনগর।শপথ গ্রহণের সময় ১২৭ জন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। কাকভোরে কলকাতা প্রেসক্লাব ও গ্র্যান্ডহোটেল থেকে সাংবাদিকদের এখানে নিয়ে আসা হয়। এদের সামনে রেখে স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রাশুরু হয়।একে একে শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়।শপথ বাক্য পাঠ করেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম,এম এজি ওসমানী প্রমুখ। ইপিআর, আনসার বাহিনীর দুই প্লাটুন গার্ড অব অনার প্রদান করে।

এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের মাত্র ২ ঘন্টা পর পাকিস্তান বিমান বাহিনীর বোমারু বিমান বোমা হামলা চালিয়ে মেহেরপুর দখল করে নেয়। প্রথমেই ধাক্কা খায় নব গঠিত সরকার।

এই ধরনের আক্রমন ছিল অভাবিত। কেননা এরা তো ব্যস্ত ছিল সরকার গঠন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে। বোমা হামলা হবে এরা তো ভাবতেই পারেনি।যদিও প্রায় দিন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাক বাহিনীর অবিরাম বোমা আক্রমন ছিল। বোমারু বিমান গুলো মুহুর্মুহু ঝাঁকে ঝাঁকে আক্রমন শানাচ্ছিল। দিনরাত ছিল পাক বাহিনীর অবিরাম আক্রমন। এই আক্রমনে সাধারণ মানুষ জবুথবু।কখন কি হয় এই আক্রমনে জনগন আতংকিত। আবার জিনিসপত্র গোছানো ছিল বড় কাজ।

২৫শে মার্চ ১৯৭১ বাংলাদেশে পাক বাহিনী নির্বিচারে গনহত্যা শুরু করে। গনহত্যার বিভীষিকা ক্রমশঃ উদ্বেগজনক হারে বাড়তেই থাকে। এই গনহত্যা থেকে কেউ বাদ যায়নি। মায়ের কোলের শিশু কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় বর্বর পাক সেনারা। ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়।একদিকে আগুনের লেলিহান শিখা অন্যদিকে অত্যাচার, গনধর্ষন। সে এক অভাবনীয় গনহত্যা রোধে আওয়ামী লীগের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।করতে থাকেন শলাপরামর্শ। কিভাবে গনহত্যা বন্ধ করা যায়?

এদের মধ্যে একটি অংশ সীমান্ত অতিক্রম করে এদিক সেদিক করে ত্রিপুরায় চলে আসেন।এরা নানা সানে আশ্রয় নেন।শুরু করেন শলাপরামর্শ। কিভাবে গনহত্যা বন্ধ করা যায়?

গনহত্যা ও অত্যাচার রোধের একমাত্র পথ হল প্রতিরোধ ও পাল্টা আক্রমন। প্রতিরোধের উপায় গ্রাম শহর সর্বত্র দা,কুড়োল বানানোর ধুম পড়ে যায়।শেখ মুজিব ই ডাক দিয়ে ছিলেন যার কাছে যা আছে তা দিয়ে এদের প্রতিরোধ করুন।দা, কুড়োল,খুন্তি নিয়ে এদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ুন। সেই ডাকে মা বোনেরা ঘড় ছেড়ে বেড়িয়ে আসেন। এরা খাল,বিল, নদীতে দূরন্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে থাকেন।

এরাই শেখ মুজিব সহ অন্যদের এপারে এনেছিলেন। দিয়েছিলেন আশ্রয়।অন্ন,বস্ত্র , মাথা গোঁজার ঠাঁই। এখন তো সব মিলে মিশে একাকার।

ওদিকে শুরু হয়েছিল বাংলার মুক্তি সংগ্রাম। দূরদর্শী ইন্দিরা বুঝতে পেরেছিলেন ওদের দুর্দিনে আমাদের পাশে দাড়াতে হবে। ওদের মন জয় করতে হবে। হল ও তাই।

বাংলার মক্তিযুদ্রের সমর্থন আদায়ে ইন্দিরা বিশ্বের নানা প্রান্তের দেশ ঘুরেছেন।সমর্থন আদায় করেছেন। এতো বিশাল সাফল্য।এই সাফল্য এল শুধু উনার ঐকান্তিক প্রয়াসের জন্য। ওপারে মুক্তি সংগ্রামে ময়দানে ভারতীয় ফৌজ অন্যদিকে বাংলাদেশের লড়াকুদের মনোবল বাড়াতে ইন্দিরা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানালেন। এই স্বীকৃতি রনাঙ্গনে তীব্রতা এনে দিল।

ওপার বাংলায় মরনপন লড়াই আর এদিকে ইন্দিরা ত্রিপুরা কে পূনরাজ্যে উওরন করলেন। তখন লড়াই র অভিমুখ ত্রিপুরা আর বাংলাদেশ। ১৬ লাখ বিপন্নদের মুখে অন্ন তুলে দেয়া। রাতারাতি শিবির উঠে গেল।

ইন্দিরা ছুটে এলেন শরনার্থীদের অবস্থা চাক্ষুষ করতে। গেলেন আমতলী,ক্যাম্পএর বাজার শিবিরে।দেখলেন, ওদের সাথে কথা বললেন। ফিরে গেলেন দিল্লী।।আসতে শুরু হল ত্রান, শিশুখাদ্য,দুধ। চিকিৎসা শিবির বসে গেল।

আকাশে চক্কর কাটছে ভারতীয় বায়ুসেনার বিমান।দিনরাত ২৪ ঘন্টা।

খোয়াই বিমান ঘাঁটিতে একেরপর এক যুদ্ধ বিমান। বিমানের ভেতর থেকে বেড়িয়ে আসছে ইয়া বড় বড় প্লেন। সামরিক প্লেন ২/৩ টি করে। বিমান থামতেই সেনার দল ছুটে গেল চকবের, মরা নদী।এসব আমার দেখা।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মিত্র বাহিনীর ভূমিকা রাখতে আমাদের হারাতে হয়েছিল বহু অফিসার ও সেনাকে। পশ্চিম ও পূর্ব রনাঙ্গনে ৩৬৩০ জন ভারতীয় সেনা প্রান হারান।আহত হয়েছিলেন প্রায় ১০০০০ সেনা। নিখোঁজ রয়েছেন অসংখ্য।

এতথ্য সরকারী নয়।নানা তথ্যে প্রাপ্ত।তবে এটা ঘটনা ভারতের সাহায্য ছাড়া স্বাধীন বাংলাদেশ হয়তো আজও হতো কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

জানুন চা এর ইতিহাস

চা, সারা বিশ্বে লালিত একটি পানীয়, এটির উতপত্তি প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে চীনে ফিরে আসে, যা এর দীর্ঘ ও বহুতল ইতিহাসের সূচনা করে। উচ্চ-পদস্থ সন্ন্যাসী এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের বিলাসিতা থেকে চায়ের যাত্রা অসংখ্য দেশে একটি গৃহস্থালির প্রধান স্থানে এর সাংস্কৃতিক তাতর্য এবং ব্যাপক আবেদনকে ধারণ করে।

৫৯৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে, চা জাপানে পৌঁছেছিল, চা অনুষ্ঠান এবং শিষ্টাচারের সাথে গভীরভাবে জড়িত একটি সংস্কৃতিকে লালন করে। ১৬ শতকে ইউরোপে চা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে ডাচদের ভূমিকা ছিল, ১৭ শতকে ইংল্যান্ড অনুসরণ করে, যেখানে ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে প্রথম চায়ের দোকান খোলা হয়েছিল। ১৬৭৭ সালে চিন থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চা রপ্তানি চায়ের বৈশ্বিক যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত।

ভারতে, ১৮৩৫ সালে আসামে একটি পরীক্ষা হিসাবে চা চাষ শুরু হয়, চট্টগ্রাম এবং মালনিছড়া প্রথম চা উতপাদনকারী অঞ্চল হিসাবে আবির্ভূত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতে চাকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল, দুধ ও চিনির সাথে এটি বিনামূল্যে প্রদান করে। এই উদ্যোগটি আজ ভারতের সমৃদ্ধ চা সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপন করেছে। চিনে চায়ের পবিত্র মর্যাদা বাড়ির উতর্গীকৃত চা ঘরগুলিতে স্পষ্ট হয়, একটি ঐতিহ্য যা সমাজে পানীয়ের সম্মানিত স্থানকে তুলে ধরে। এদিকে, জাপানে চা উৎসব পানীয়টির তাতপর্য উদযাপন করে, যা অভিজাতদের গার্হস্থ্য জীবনে এর একীকরণকে প্রতিফলিত করে। চিরসবুজ এবং ঝোপঝাড় প্রকৃতির জন্য পরিচিত চা গাছগুলি যদি ছাঁটাই না করা হয় তবে ৩০-৪০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। বাগানে শিরিষ গাছের মতো ছায়াযুক্ত গাছ লাগানোর অভ্যাস হল গুল্মজাতীয়তা বৃদ্ধি এবং পাতার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে। লক্ষণীয়ভাবে, চা গাছ এক শতাব্দী পর্যন্ত মানসম্পন্ন পাতা উতাদন করতে পারে এবং তাদের বীজগুলি খুব শক্ত বাইরের আবরণে আবদ্ধ থাকে। গাঢ় সবুজ, লম্বা, এবং সামান্য কাঁটাযুক্ত পাতায় তৈলাক্ত পদার্থে ভরা ছোট কোষ থাকে, যা চায়ের আনন্দদায়ক স্বাদ এবং গন্ধে অবদান রাখে।

চা তৈরিতে পাতাগুলিকে তিন মিনিটের জন্য সিদ্ধ জলে ভিজিয়ে রাখা জড়িত, এটি একটি প্রক্রিয়া যা এর সুগন্ধ এবং গন্ধকে আনলক করে। দার্জিলিং চা, বিশেষ করে, তার অনন্য সুগন্ধের জন্য বিশ্বব্যাপী পালিত হয়। যাইহোক, চায়ের স্বাদ এবং ঘ্রাণ ঠান্ডা কাপে কমে যায়, সেরা চায়ের অভিজ্ঞতার জন্য উষ্ণ কাপ ব্যবহার করার গুরুত্বকে বোঝায়। তিব্বতের মাখন এবং সোডা চা থেকে শুরু করে রাশিয়ানদের বোতলজাত চা এবং চিন, জাপান, মায়ানমার, মঙ্গোলিয়া এবং কোরিয়ার স্বাস্থ্যগত সুবিধার জন্য গ্রিন টি পছন্দ করা বিভিন্ন সংস্কৃতির চা তৈরির অনন্য উপায় রয়েছে।

কালো চা, সবুজ চা, ওলং চা, ইট চা, এবং লেটপেট চা সহ বিভিন্ন ধরণের চা রয়েছে। ভারত এবং কেনিয়ার মতো দেশে কালো চা সবচেয়ে সাধারণ, যখন সবুজ চা মধ্য এশিয়া এবং জাপানে জনপ্রিয়তা উপভোগ করে। চা পাতায় ক্যাফেইন এবং অপরিহার্য তেলের পাশাপাশি ভাজা হলে প্রায় ২ শতাংশ ট্যানিন এবং ১২ শতাংশ ট্যানিন থাকে। ক্যাফিন এবং ট্যানিন উপাদানের কারণে পানীয়টি স্নায়ুতন্ত্রের উপর উদ্দীপক প্রভাব, ক্ষুধা দমন এবং হজমে সহায়তার জন্য পরিচিত। তদুপরি, চায়ের মূত্রবর্ধক, পেশী টনিক এবং অ্যাস্ট্রিনজেন্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে, চলমান গবেষণা হৃদরোগ এবং ক্যান্সার প্রতিরোধে এর সম্ভাব্য সুবিধাগুলি অন্বেষণ করে। ইউনানি ঔষধে, চা হার্টের সমস্যা, শোক, বিভ্রম, জ্বর, সর্দি, কাশি এবং শ্বাসকষ্টের সমাধান করার ক্ষমতার জন্য স্বীকৃত। দুধ এবং চিনির সাথে খাওয়ার সময় এটি নিদ্রাহীনতা এবং অস্থিরতা উপশম করতে সহায়তা করে, এটি নিরাময়কারী প্রভাবও থাকতে পারে।

চায়ের সাংস্কৃতিক তাতর্য তার খাওয়ার আশেপাশের ঐতিহ্যগুলিতে স্পষ্ট। জাপানে, চা অনুষ্ঠান এবং অনন্য চা বাটির ব্যবহার চায়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, বাটিগুলি প্রায়শই লালিত পারিবারিক উত্তরাধিকারে পরিণত হয়। বাংলাদেশেও একটি সমৃদ্ধ চায়ের সংস্কৃতি রয়েছে, বর্তমানে চা সাধারণত কাপে উপভোগ করা হয়, যদিও অতীতে বাটি ব্যবহার করা হত। সমতল ভূমির উপরে পাহাড়ে তাদের সুন্দরভাবে সাজানো চা গাছের সারি সহ মনোরম চা বাগান, চা চাষে বিনিয়োগ করা যত্নশীল যত্নের একটি আভাস দেয়। ক্যামেলিয়া নামে পরিচিত চা গাছটির নাম মালয় ভাষা থেকে এসেছে, কেউ কেউ এটিকে উট নামে একজন উদ্ভিদ-সংগ্রাহক বা একজন ইতালীয় পুরোহিতকে দায়ী করেছেন যিনি গাছটিকে ইউরোপে প্রবর্তন করেছিলেন। এর ব্যবহার ছাড়াও, চুলের বৃদ্ধিতে এর উপকারিতা এবং চোখে লাগালে এর শিথিল প্রভাবের জন্যও চাকে মূল্য দেওয়া হয়।

চিনে এর উৎপত্তি থেকে শুরু করে বিশ্বব্যাপী একটি প্রিয় পানীয় হিসেবে এর ভূমিকা, চায়ের যাত্রা তার স্থায়ী আবেদন এবং বহুমুখীতার প্রমাণ। চীনের পবিত্র চায়ের ঘরে উপভোগ করা হোক না কেন, জাপানের বিস্তৃত চায়ের অনুষ্ঠানের সময়, বা ভারতের ব্যস্ত চায়ের দোকানে, চা একটি শেয়ার্ড প্যাশন হিসেবে রয়ে গেছে যা সংস্কৃতিকে অতিক্রম করে, মানুষকে এর অনন্য স্বাদ এবং স্বাস্থ্য সুবিধার প্রশংসায় একত্রিত করে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর হাতে উদ্ধার ১৬.৭ লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যে নিষিদ্ধ সামগ্রী, আটক ১৭ জন ব্যক্তি

মালিগাঁও, ২৪ মার্চ, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর (আরপিএফ) পক্ষ থেকে রেলওয়ের মাধ্যমে পরিবহণ করা নিষিদ্ধ সামগ্রীর বিরুদ্ধে ক্রমাগতভাবে অভিযান চালিয়ে আসা হচ্ছে। ১৮ থেকে ২১ মার্চ, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ আগরতলা, ডিমাপুর, বাগডোগরা, রঙিয়া ও কিষানগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন, ট্রেনে নিষিদ্ধ সামগ্রী পরিবহণের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ১৬.৭ লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধার করে। এই অভিযানের সময় তারা মোট ১৬৭ কেজি ওজনের গাঁজা উদ্ধার করে এবং এই সম্পর্কে ১৭ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বাজেয়াপ্ত করা সামগ্রী সহ ধৃতদের সংশ্লিষ্ট ওসি/জিআরপি অথবা স্থানীয় থানায় সমঝে দেওয়া হয়।

২০ মার্চ, ২০২৪ তারিখের একটি ঘটনায় আগরতলা আরপিএফ-এর একটি দল আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে অভিযান চালিয়ে তারা ব্যাগ সহ কয়েকজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে শনাক্ত করে। ব্যাগটি খোলার পর তারা আনুমানিক ৪.৮০ লক্ষ টাকা মূল্যের প্রায় ৪৮ কেজি গাঁজা পায়। এই ঘটনা সম্পর্কে ছয় জন ব্যক্তিকে আটক করা হয়। পরে উদ্ধারকৃত গাঁজা সহ ধৃত ব্যক্তিদের আগরতলার জিআরপি-র হাতে তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও, ১৮ থেকে ২১ মার্চ, ২০২৪ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন স্টেশন ও ট্রেনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ পৃথক পৃথক তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ১১৯ কেজি ওজনের গাঁজা উদ্ধার করে। এই অভিযানের সময় এগারো জন ব্যক্তিকেও আটক করা হয়। পরে ধৃত ব্যক্তিদের পাশাপাশি উদ্ধারকৃত গাঁজা সংশ্লিষ্ট বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে দেশকে মাদক মুক্ত করার লক্ষ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশন ও ট্রেনে চোরাই সামগ্রী পাচার ও নিষিদ্ধ সামগ্রী পরিবহণ সম্পর্কিত কার্যকলাপের দিকে ধারাবাহিকভাবে কড়া নজরদারি চালিয়ে আসছে, যাতে দেশকে মাদকমুক্ত করা যায়।

বহুতল ভেঙে বিপর্যয় গার্ডেনরিচে, সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন কলকাতা পৌর নিগমের

কলকাতা, ২৪ মার্চ (হি.স.): দক্ষিণ কলকাতার গার্ডেনরিচে নির্মীয়মান বহুতল ভেঙে বেশ কয়েক জনের মৃত্যুর ঘটনায় সাত সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে কলকাতা পৌর নিগম। রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের নির্দেশে গঠিত এই তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন কলকাতা পুরসভার যুগ্ম কমিশনার। এছাড়াও কমিটিতে থাকছেন কলকাতা পুরসভার ডিরেক্টর জেনারেল সিভিল, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার, পরিবেশ বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল, কলকাতা পুলিশের এক শীর্ষ কর্তা। ৭ দিনের মধ্যে এই তদন্ত কমিটি গার্ডেনরিচ এর ঘটনার রিপোর্ট মেয়রের কাছে জমা দেবে। বেআইনি নির্মাণের জমি কার নামে ছিল, কোনও হস্তান্তর হয়েছে কিনা, কোনও বিল্ডিং প্ল্যান ছিল কিনা প্রভৃতি বিষয়গুলো তদন্ত কমিটি দেখবে।

মোবাইলে চার্জ দিতে গিয়ে শর্ট সার্কিট, মিরাটে আগুন লেগে মর্মান্তিক মৃত্যু ৪ ভাই-বোনের

মিরাট, ২৪ মার্চ (হি. স.): বাড়িতে আগুন লেগে জীবন্ত পুড়ে মৃত্যু হল চার ভাই বোনের। আহত হয়েছেন তাদের বাবা-মাও। উত্তরপ্রদেশের মিরাটে শনিবার গভীর রাতে পল্লবপুরমের জনতা কলোনি এলাকার ওই বাড়িতে আগুন লেগে যায়। আগুন লাগার কারণ হিসাবে শর্ট সার্কিটকে চিহ্নিত করছে পুলিশ।

মাঝ রাতে পাশের বাড়িতে আগুন জ্বলতে দেখে আতঙ্ক ছড়ায় প্রতিবেশীদের মধ্যে। ঘটনাস্থলে দমকল বাহিনী যখন পৌঁছয় ততক্ষণে বাড়ির আগুন ভয়াবহ চেহারা নিয়েছে। পরিবারের ছয় সদস্যকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দম্পতির চার সন্তানেরই চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, রাতে মোবাইল ফোনে চার্জ দেওয়ার সময়ে কোনওভাবে শর্ট সার্কিট হয়ে বাড়িতে আগুন লেগে যায়। চার ভাই-বোনের কাউকেই প্রাণে বাঁচানো যায়নি। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে দুই কর্মীর বচসা ঠেকাতে গিয়ে মারধরে আহত বৃদ্ধ, ধৃত ১

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৪ মার্চ (হি.স): বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে দুই কর্মীর বচসা। ঠেকাতে গিয়ে মারধরে আহত হল এক বৃদ্ধ।

ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ গোপালনগর থানার নহাটা বাজার এলাকায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ালে পুলিশ এক বিজেপি সমর্থককে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত বিজেপি সমর্থকের নাম রানা গোস্বামী। রবিবার সকালে ধৃত রানাকে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে গোপালনগর থানার পুলিশ। প্রসঙ্গত, শনিবার রাতে গোপালনগর থানার নহাটা বাজার এলাকায় বিজেপি প্রার্থীর শান্তনু ঠাকুরের পথসভা থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে এই ঘটনা ঘটেছিল। সেখানে দুই বিজেপি কর্মী হাতাহাতিতে জড়িয়ে পরে হঠাৎই। তাদের থামাতে এগিয়ে যান আহত বৃদ্ধ নরেন্দ্রনাথ ভৌমিক। ঘটনাক্রমে তিনি আহত হন। ওই বৃদ্ধ নহাটা বাজার এলাকার বাসিন্দা। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

হিন্দুস্থান সমাচার। এ. গঙ্গোপাধ্যায়।

খুব শীঘ্রই জোট নিয়ে সমস্যা মিটবে, মালদায় বললেন আশাবাদী বিমান বসু

মালদা, ২৪ মার্চ (হি.স.): জোট নিয়ে জট কাটছেই না, এমতাবস্থায় ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করলেন বাম নেতা বিমান বসু। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে মালদা জেলার দু''টি লোকসভা কেন্দ্র কংগ্রেসের হাতে ছাড়ছে বামেরা। রবিবার মালদায় দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসে বাম-কংগ্রেস আসন সমঝোতা নিয়ে স্পষ্ট বার্তা দিলেন বিমান বসু। কর্মীসভায় যোগ দিতে যাওয়ার আগে সিপিএম জেলা কার্য্যালয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'মালদা উত্তর এবং মালদা দক্ষিণের আসন দুটি কংগ্রেসকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এটা কোনও জোট নয়। কংগ্রেসের সঙ্গে শুধুমাত্র আসন সমঝোতা করা হয়েছে। তবে কংগ্রেস বামফ্রন্টের ঘোষিত কিছু আসন চাইছে, যা দেওয়া কখনও সম্ভব নয়। এবিষয়ে আলোচনা চলছে। আশা করা হচ্ছে খুব শীঘ্রই এই সমস্যা মিটে যাবে।' কংগ্রেস ইতিমধ্যেই রাজ্যের ৮টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। বামফ্রন্টের পক্ষ থেকেও একাধিক আসনের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। বিজেপি আর তৃণমূলের বোঝাপড়ার রাজনীতির বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ যেসব দল লড়াই করতে চায়, তাঁদের সঙ্গে সমঝোতা করতে যে প্রস্তুত বামেরা তাও স্পষ্ট জানিয়েছেন বিমান বসু।

সিবিআই তল্লাশি নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে নালিশ মহুয়ার, গতিবিধি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন নেত্রী

কলকাতা, ২৪ মার্চ (হি.স.): সিবিআই-এর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের কাছে নালিশ জানালেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মহুয়া মৈত্র। তাঁর দাবি, সিবিআই তাঁর প্রচারের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। সিবিআই-এর গতিবিধি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। নির্বাচন কমিশনকে লেখা একটি চিঠিতে মহুয়া জানিয়েছেন, ভোট ঘোষণার পর সিবিআই তল্লাশিও কি আদর্শ আচরণের বিরোধী নয়? যেখানে ভোট ঘোষণার পর দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সমতা বিধান করার কথা বলা হয়েছে সংবিধানে। যে দায়িত্ব রয়েছে নির্বাচন কমিশনেরই হাতে, সেখানে কী ভাবে সেই সিবিআই-কে এই ধরনের তল্লাশি চালানোর অধিকার দিচ্ছে কমিশন। এ ব্যাপারে কমিশনকে তাই অবিলম্বে কয়েকটি দায়িত্ব পালনের আর্জি জানিয়েছেন মহুয়া। উল্লেখ্য, মহুয়াকে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও টিকিট দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস, এবারও কৃষ্ণনগর থেকে লড়বেন তিনি। এর মধ্যেই গত ১৯ মার্চ মহুয়ার বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় লোকপাল। সংসদে 'ঘুষ নিয়ে প্রশ্ন' কাণ্ডে সেই নির্দেশের ভিত্তিতে মহুয়ার বিরুদ্ধে এফআইআরও দায়ের করে সিবিআই। এর পরে শনিবার সকালে মহুয়ার কলকাতার বাড়ি এবং অফিস মিলিয়ে মোট চারটি চত্বরে তল্লাশি অভিযান চালায় সিবিআই। সেই তল্লাশি অভিযান নিয়েই কমিশনকে অভিযোগ করেছেন মহুয়া।

৩১ মার্চ ''মহা র‍্যালি''-র আয়োজন করছে বিরোধীরা, গোপাল বললেন স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এই সমাবেশ

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ (হি.স.): কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এবার বৃহত্তর আন্দোলনে নামছে বিরোধীদের আইএনডিআই জোট। আগামী ৩১ মার্চ দিল্লির রামলীলা ময়দানে ''মহা র‍্যালি''-র আয়োজন করছে বিরোধীরা। রবিবার আইএনডিআই জোটের সাংবাদিক সম্মেলনে দিল্লির মন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেতা গোপাল রাই বলেছেন, 'এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে...এই লড়াইকে শক্তিশালী ও প্রসারিত করতে, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৩১ শে মার্চ, রবিবার, সকাল দশটায় সমগ্র দিল্লি রামলীলা ময়দানে জড়ো হবে।'

গোপাল রাই বলেছেন, 'এটি হবে আইএনডিআই জোটের মহা সমাবেশ, শুধুমাত্র দিল্লির মানুষ নয়, আমি ভারতের সমস্ত জনগণের কাছে আবেদন করছি, যারা সংবিধান এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, তারা অবশ্যই ৩১ মার্চ সকাল দশটায় রামলীলা ময়দানে আসবেন।'

দিল্লির মন্ত্রী অতিশী এদিন বলেছেন, 'আইএনডিআই জোট ৩১ মার্চ রামলীলা ময়দানে একটি ''মহা সমাবেশের'' আয়োজন করছে। এটি অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে বাঁচাতে নয়, গণতন্ত্রকে বাঁচাতে আয়োজন করা হচ্ছে। বিরোধীরা একতরফা আক্রমণের সম্মুখীন হচ্ছেন।'

কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহার করছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, কিনছেন বিধায়কদের : গোপাল রাই

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ (হি.স.): বিজেপি তথা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন দিল্লির মন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেতা গোপাল রাই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধেও আক্রমণ শানিয়েছেন তিনি। রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে গোপাল রাই বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহার করছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, কিনছেন বিধায়কদের।'

কেজরিওয়ালের গ্রেফতারি প্রসঙ্গে গোপাল বলেছেন, 'দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে যেভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাতে দেশজুড়ে সেই সমস্ত মানুষ যারা সংবিধানকে ভালোবাসেন এবং সম্মান করেন, তাঁদের হৃদয়ে ক্ষোভ রয়েছে। এটা শুধু অরবিন্দ কেজরিওয়ালের কথা নয়, একে একে সমগ্র বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য, প্রধানমন্ত্রী মোদী কেন্দ্রীয় সংস্থার অপব্যবহার করছেন, বিধায়কদের কিনছেন... হয় বিধায়কদের টাকা দিয়ে কেনা হচ্ছে অথবা তাঁদের বিজেপিতে যোগ দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। যারা বিক্রি হতে অথবা মাথা নত করতে প্রস্তুত নয়, তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা হচ্ছে।'

সন্দেশখালিতে হামলার নেতৃত্বে কারা ছিল, জানতে সরবেড়িয়ায় সিবিআই

সন্দেশখালি, ২৪ মার্চ (হি. স.): কাদের নেতৃত্বে গত ৫ জানুয়ারি সন্দেশখালিতে ইডির ওপর হামলা হয়েছিল, সেই রহস্য উন্মোচনে রবিবার ফের ঘটনাস্থলে গেল সিবিআইয়ের প্রতিনিধি দল।

হামলার নেতৃত্বে কারা ছিলেন, কতজন জড়ো হয়েছিলেন, হামলাকারীদের হাতে কী ধরনের প্রতিরোধের জিনিস ছিল, কারও কাছে অস্ত্র ছিল কিনা, এই বিষয়ে পুঙ্খানপুঙ্খ জানতে এদিন সরবেড়িয়া বাজারের একাধিক দোকানদারের সঙ্গে কথা বলেন তদন্তকারীরা। এমনকী সরবেড়িয়ায় হাজির থাকা সিআরপিএফ জওয়ানদের কাছ থেকেও সেদিনের ঘটনার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করছেন সিবিআই কর্তারা। জানা গেছে, হামলার ঘটনায় ধৃত দু''''জনকে নিয়ে রবিবার বেলা সাড়ে ১১টার কিছু পরে সিবিআইয়ের এক প্রতিনিধি দল সন্দেশখালিতে পৌঁছন। ধৃত দু''''জনের বয়ানের ভিত্তিতে সৈফুদ্দিন মোল্লা নামে এক দোকানদারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে সিবিআই। সূত্রের খবর, ধৃতকে নিয়ে একটি দল হামলায় জড়িত অন্যদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। বাকি দুই অভিযুক্তকে নিয়ে গ্রামে ঢুকেছে অন্য একটি দল।

উল্লেখ্য, গত ৫ জানুয়ারি তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের খোঁজে গিয়ে সন্দেশখালির সরবেড়িয়াতে উন্মত্ত জনতার হাতে আক্রান্ত হন ইডির আধিকারিকরা। মাথা ফাটে ইডির তিন আধিকারিকের।

চিকিৎসা করাতে গিয়ে বিপত্তি, বীরভূমে আদিবাসী যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু

বীরভূম, ২৪ মার্চ (হি.স.): বীরভূমে চিকিৎসা করাতে এসে সরকারি হাসপাতালের পরিত্যক্ত ঘরের দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক আদিবাসী যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের মল্লারপুর থানার তাঁলোয়া গ্রামে। রবিবার সকালে মল্লারপুর থানার কাটিগ্রামের বাসিন্দা সোম কিস্কু তাঁলোয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা করাতে গিয়েছিলেন। সেই সময় স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরের একটি পরিত্যক্ত ভবনের দেওয়াল তাঁর উপরে ধসে পড়ে।

দেওয়াল চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মল্লারপুর থানার পুলিশ। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রামপুরহাট সরকারি মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। ওই যুবকের এভাবে মৃত্যুতে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা, পাশাপাশি রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ, রাজস্থানের ঝালাওয়ারে ডাম্পারের চাকায় পিষে মৃত্যু ৫ জনের

ঝালাওয়ার, ২৪ মার্চ (হি.স.): দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদের জেরে রাজস্থানের ঝালাওয়ারে ডাম্পারের চাকায় পিষে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। শনিবার রাতে ঝালাওয়ারের পাগারিয়া থানা এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনার পর থেকেই পলাতক দুই অভিযুক্ত। ব্যক্তিগত বিরোধের কারণে ডাম্পারের চাকায় পিষে পাঁচজনের মৃত্যুর বিষয়ে সাব-ইন্সপেক্টর বিজেন্দ্র সিং বলেছেন, '...ডাম্পারটি কোনও নম্বর প্লেটবিহীন ছিল। ডাম্পারটির আশেপাশে ৫ জন মাটিতে পড়েছিলেন।' মৃতদের মধ্যে দু''জন সম্পর্কে ভাই বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, নিহতরা হলেন বিন্নায়গা ফান্টা গ্রামের বাসিন্দা দুই ভাই ভরত সিং (২২) এবং ধীরজ সিং (২০)। এছাড়াও তুফান সিং (৩৩), গোবর্ধন সিং (২৮) এবং বালু সিং (২০) নামে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।

খড়গপুরে বিজেপি কর্মীর রহস্যমৃত্যুতে সিবিআই তদন্তের দাবি হিরণের

খড়গপুর, ২৪ মার্চ (হি. স.): ভোটের আগে বিজেপি কর্মীর রহস্যমৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়াল খড়গপুরে।

শনিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুর এলাকার ধানখেত থেকে উদ্ধার করা হয় বিজেপি কর্মীর রক্তাক্ত দেহ। সেই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানালেন ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়।

মৃতের নাম শান্তনু ঘোড়াই,বয়স বত্রিশ। খড়গপুর থানার অন্তর্গত পপোরারা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাড়বাসি এলাকার বাসিন্দা তিনি। তিনি ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের পিংলা বিধানসভা ৬/২ পপোরারা অঞ্চলের ৮০নাম্বার বুথের কার্য্যকর্তা ছিলেন শান্তনু ঘোড়াই। পরিবারের অভিযোগ, বিজেপি করার অপরাধে তাঁকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে।

তাঁকে খুন করেছে তৃনমূলের গুন্ডাবাহিনী বলে দাবি পরিবারের। রবিবার সকালে ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। সেই সঙ্গে তিনি অভিযোগ তোলেন পুলিশ নাকি এফআইআর নিতে অস্বীকার করে। এখানেই শেষ নয়, তিনি এই ঘটনার সিবিআই তদন্ত দাবি করেছেন।

ঘটনাস্থল থেকে তিনি ফেসবুকে লাইভও করেন।

তিনি সমাজ মাধ্যমে লেখেন, " শাসকদল হয়তো ভুলে যায়; এ বাংলা কবিগুরুর বাংলা হলেও নেতাজীর ও বাংলা। সময় বদলাবে, বাংলাও বলদাবে, তৃণমূলী হার্মাদ রাও নিশ্চিহ্ন হবে।"

কাঞ্চনজঙ্ঘা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, দার্জিলিং কেন্দ্রের প্রার্থী নিয়ে ধোঁয়াশা রাখলেন সুকান্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ (হি.স.): 'দার্জিলিংয়ে মেঘ কেটে কাঞ্চনজঙ্ঘা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে', রবিবার সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে দার্জিলিং কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী প্রসঙ্গে বললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী বাছাই নিয়ে শীর্ষ নেতৃত্বের বৈঠক শেষে রবিবার সকালে দিল্লি থেকে বাগডোগরা হয়ে বালুরঘাটের উদ্দেশ্য রওনা দেন সুকান্ত। তিনি বলেন, '২০১৯ সালের চেয়েও বেশি মার্জিনে এবার দার্জিলিং থেকে বিজেপি জিতবে।'

রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার বাড়ি থেকে টাকা উদ্ধার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মাত্র ৪১ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে। উনি সম্ভবত বিপিএল তালিকাভুক্ত, তাই এত কম টাকা পাওয়া গিয়েছে। এত কম টাকা উদ্ধারের খবরে তো তৃণমূলের মান সম্মান থাকবে না। দিলীপ ঘোষ অবশ্যই প্রার্থী হবেন বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

বীরভূমের কীর্ণাহারে অপারেশন প্রাপ্তি ফিরিয়ে দিল মোবাইল

বীরভূম, ২৪ মার্চ (হি.স): অপারেশন """প্রাপ্তি""'র ফসল হিসেবে এবার কীর্ণাহার থানা এলাকায় খোয়া যাওয়া চারটি স্মার্ট ফোন উদ্ধার করে তুলে দেওয়া হল মোবাইল ফোনের মালিকের হাতে। রবিবার সকালে কীর্ণাহার থানা চত্বরে মোবাইল মালিকদের হাতে মোবাইলগুলো তুলে দেন সংশ্লিষ্ট থানার আধিকারিকরা।

উল্লেখ্য সম্প্রতি কীর্ণাহার থানা এলাকায় মোবাইল ফোনগুলি খোয়া যাওয়ার পর, ফোনের তথ্য দিয়ে থানায় আবেদন জানান কীর্ণাহার থানা এলাকার ৩জন ও নানুর থানা এলাকার ১ব্যক্তি। আর তারপরেই পুলিশ ফোনের তথ্য ও লোকেশন ট্র্যাক করে সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চের সহযোগিতায় ফোনগুলি উদ্ধার করে বিভিন্ন জায়গা থেকে।

স্বভাবতই মোবাইল ফোনের মালিকরা হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরে পেয়ে খুশি। হয়ে তাঁরা ধন্যবাদ জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশদের।

তৃণমূল বিজেপির তোষামোদকারী দল, কটাক্ষ বিমান বসুর

মালদা, ২৪ মার্চ (হি.স): সম্প্রতি আদালতে নির্দেশে প্রকাশ করা হয়েছে ইলেক্টোরাল বন্ড এর টাকা দেওয়া কোম্পানির নাম। আর তারপর থেকেই দেশীয় রাজনীতিতে আলোড়ন ফেলেছে এই বন্ডের তালিকা। সেখানে বিজেপির পরেই নাম পাওয়া গিয়েছে তৃণমূলের। অথচ সেই তালিকায় সর্ব ভারতীয় দল হওয়া সত্বেও তৃণমূলের পরে রয়েছে জাতীয় কংগ্রেস। রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিমান বসু বলেন, """তৃণমূল হচ্ছে বিজেপির তোষামোদকারী দল। তৃণমূল বিজেপি দেশের মানুষকে নানান ভাবে বিব্রত করতে চাইছে। যে বন্ড তালিকা রয়েছে সেই বন্ডে আমরা দেখতে পাচ্ছি তৃণমূল একটি রিজিওনাল পার্টি হওয়া সত্বেও জাতীয় কংগ্রেসের থেকেও বেশি অর্থ পেয়েছে।""

হিন্দুস্থান সমাচার। এ. গঙ্গোপাধ্যায়।

আইএনডিআই জোটের মানুষের বিবেক মারা গিয়েছে : অনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ (হি.স.): বিরোধীদের আইএনডিআই জোটের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেত্র অনুরাগ সিং ঠাকুর। রবিবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, 'আইএনডিআই জোটের মানুষের বিবেক মারা গিয়েছে। তাঁদের বক্তব্য শুনলে বুঝবেন তারা 'সনাতন ধর্ম' শেষ করতে চায়। এমনকি তারা প্রধানমন্ত্রী মোদীকে গালি দিতেও দ্বিধা করে না।'

এদিন বিজেপির সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অনুরাগ ঠাকুর আরও বলেছেন, 'প্রথমদিকে আপনারা দেশকে ''টুকড়ে টুকড়ে'' করতে চেয়েছিলেন এবং এখন আপনারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও তাই করতে চান। প্রথমে তারা ''টুকড়ে টুকড়ে'' গ্যাংয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন, এখন তারা ''টুকড়ে টুকড়ে'' দলকে নিজেদের দলে অন্তর্ভুক্ত করে... তাদের না কোনও নেতা, না কোনও নীতি, না কোনও উদ্দেশ্য আছে। তারা নিজেদের ইউপিএ জোটের নাম পরিবর্তন করেছে, কিন্তু তাদের আসল চেহারা একই রয়ে গিয়েছে।'

হাতখরচ দিতে অস্বীকার করায় উত্তর প্রদেশে ভাড়াটে খুনি দিয়ে বাবাকে হত্যা কিশোরের

প্রতাপগড়, ২৪ মার্চ (হি. স.): বাবা যথেষ্ট হাতখরচ দিতে অস্বীকার করেছিলেন। তার জন্য ভাড়াটে খুনি দিয়ে বাবাকে হত্যা করল কিশোর। নৃশংস হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের প্রতাপগড়ে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

ঘটনায় ৩ জন খুনি এবং অভিযুক্ত ওই কিশোরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তিনজন খুনি জেরায় স্বীকার করে নেয়, ব্যবসায়ী মহম্মদ নইমকে খুন করার জন্য তাঁর ছেলে টাকা দিয়েছিল। ৬ লক্ষ টাকার চুক্তি হয়েছিল। খুনিদের আগাম দেড় লক্ষ টাকা দিয়েছিল ওই কিশোর। অভিযুক্ত কিশোর জানিয়েছে, প্রায়ই বাড়ি থেকে, দোকান থেকে টাকা চুরি করে শখ মেটাত সে। কারণ, বাবা যথেষ্ট হাতখরচ দিতেন না। সেইজন্যই রাগের মাথায় বাবাকে খুন করার পরিকল্পনা করে ওই কিশোর।

উদ্বেগের কারণ নেই, রুটিন চেক-আপের জন্যই হাসপাতালে ভর্তি হন অন্ধ্রের রাজ্যপাল আব্দুল নাজির

বিজয়ওয়াড়া, ২৪ মার্চ (হি.স.): উদ্বেগের কোনও কারণ নেই, ভালোই আছেন অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল আব্দুল নাজির। রুটিন চেক-আপের জন্য শনিবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল রাজ্যপালকে, রবিবার রাজভবনের পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। রাজভবনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যপাল আব্দুল নাজিরের রুটিন চেক-আপ করা হয়েছে।

এর আগে শনিবার জানা যায়, অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল আব্দুল নাজির হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন, নিরাপত্তা কর্মীরা তাঁকে দ্রুত বিজয়ওয়াড়া মণিপাল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে ডাক্তাররা তাঁর চিকিৎসা করেন। রাজ্যপাল স্থিতিশীল ছিলেন বলেই জানা যায়। আর রবিবার জানা গেল, রাজ্যপাল ভালোই আছেন।

হরেকরকম
হরেকরকম হরেকরকম

দোলের সাজে থাকুক স্বাচ্ছন্দ্য আর ফ্যাশনের যুগলবন্দি

রাত পোহালেই দোল। রঙিন হওয়ার দিন। দোল হোক বা দুর্গাপুজো, যে কোনও উতবেরই অনুষঙ্গ সাজগোজ। উতব বিশেষে সেই সাজের ধরনও বদলে যেতে থাকে। বসন্ত উতবের দিনে বাঙালির চিরপরিচিত সাজ হল শাড়ি, পলাশ ফুল আর আবিরে রাঙানো মুখ। তবে এখন ছবিটা বদলেছে। নতুন প্রজন্ম অবশ্য শাড়ির তুলনায় সাদা চুড়িদার বা ছিমছাম কোনও পোশাকেই দোল উদ্যাপন করতে বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন।

তাঁদের দোলের সাজেও থাকে বলিউডের ছোঁয়া। দোল উতবে অন্য রকম সাজতে চাইলে ভরসা রাখতে পারেন বলি অভিনেত্রীদের উপর। দোলের সাজে কী ভাবে আনবেন রঙিন ছোঁয়া, রইল হদিস। ১) দোলের দিন সাদা পোশাক পরার চল বেড়েছে। সাদা পোশাকেও বৈচিত্র রয়েছে। দোলের দিন আপনি পুরনো কোনও জিন্সের সঙ্গে একটা সাদা কুর্তি পরে ফেলতে পারেন। এ ছাড়া সাদা ড্রেস কিংবা আনারকলিও রাখতে পারেন পছন্দের তালিকায়। হোলির সময় বাজারে গ্রাফিক টিশার্টের ছড়াছড়ি। জিন্সের সঙ্গে সে রকম একটি টিশার্টও পরে ফেলতে পারেন। রং খেলতে যাওয়ার আগে সানস্ক্রিন মাখা কিন্তু জরুরি। সঙ্গে হালকা মেকআপ, ঠোঁটে লিপবাম আর পনিটেল।

২) হোলির সাজে খুব বেশি খরচ করতে না চাইলে ছিমছাম পোশাকের সঙ্গে একটি রঙিন ওড়না নিয়ে নিলেই কিন্তু নজর কাড়তে পারবেন আপনি। হাতিবাগান, নিউমার্কেট, গড়িয়াহাট কিংবা দক্ষিণাপণ থেকে বাঁধনি কিংবা চান্দেরির রঙিন ওড়না কিনে ফেলতে পারেন। সাদা পোশাকের সঙ্গে রঙিন ওড়না কিন্তু আপনার সাজে আলাদা মাত্রা যোগ করবে। ভিড়ের মাঝেও নজর কাড়বে আপনার সাজ।

৩) দোলের পার্টিতে বেছে নিতে পারেন ফুলেল নকশা করা সুতির বড় ঘেরওয়ালা জামা। ফুলহাতা

হলে মন্দ হয় না। হাতে রং লাগার আশঙ্কা থাকে না। সঙ্গে মানাসই বড় দুল। হাতে চুড়ি। যথাযথ রূপটান। বড় চুল হলে খোঁপা করে ফুল লাগাতে পারেন। আপনার দোলের সাজ তৈরি।

৪) জাঁকিয়ে গরম না পড়লেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমা হচ্ছে। পোশাক নির্বাচন করার আগে সে বিষয়েও খেয়াল রাখা প্রয়োজন। এ ছাড়াও নিজের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বেছে নিন দোল উদ্যাপনের পোশাক। অন্যকে অনুকরণ নয়, আপনি যে সাজে স্বচ্ছন্দ, সেই পোশাকই বাছাই করুন।

৫) দোলের সাজে একটা রঙিন চশমা রাখতে পারেন। চোখও বাঁচবে, আবার কায়দাও করা হবে। রাসায়নিক রঙের হাত থেকে চুল বাঁচাতে মাথায় ওড়না, ব্যান্ডানা কিংবা স্কার্ফ বেঁধে নিতে পারেন। এ ছাড়াও ফ্যাশনিস্তাদের জন্য বাজারে বিভিন্ন ধরনের টুপি পাওয়া যাচ্ছে, পছন্দ অনুযায়ী বেছে নিতে পারেন সেগুলিও।

দোল রং থেকে দূরে রাখুন পোষ্যকে

বসন্ত উদযাপনের প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। বাজারে গেলেই চোখে পড়ছে আবির, জল রং, পিচকারি কেনার তোড়জোড়। তবে রঙের উতবে মেতে ওঠার আগে বাড়ির পোষ্যটির কথা ভুলে গেলে চলবে না। রং আপনার খুশির কারণ হলেও, পোষ্যদের কিন্তু রাসায়নিক রঙে ব্যাপক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। উচ্চ স্বরে বাজনা, মাইকের আওয়াজের মতো দোলের দিনও রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত রং এবং আবির পোষ্যের গায়ে ভুলেও লাগতে দেবেন না। দোল উৎযাপনের হুল্লোড়ের মাঝে পোষ্যটির সুরক্ষার বিষয়টিও মাথায় রেখে চলতে হবে। পোষ্যদের গায়ে রঙের প্রভাব কী হতে পারে? চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, সাধারণত বাজারচলতি রঙের মধ্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক ও সিসা থাকে, যা পোষ্যদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। এর ফলে অ্যালার্জি থেকে শুরু করে ত্বকের নানা রোগ, এমনকি বমি, ডায়েরিয়া পর্যন্ত হতে পারে। কী ভাবে নেবেন তাদের যত্ন? ১) প্রতি দিন নিয়ম করে বাইরে ঘুরতে নিয়ে গেলেও রং খেলার দিন ভুলেও পোষ্যটিকে ঘরের বাইরে নিয়ে যাবেন না। দোলের দিন চারিদিকে থাকে রঙিন আমেজ। কোনও ভাবে পোষ্যের গায়ে রং লেগে গেলে কিন্তু মুশকিল।

২) অনেকেরই বাড়িতে বেশ জাঁকজমক করে রং খেলা উদ্যাপন হয়। সে ক্ষেত্রে বাড়িতে পোষ্য থাকলে খানিকটা সাবধান হতে হবে। প্রয়োজনে একটা দিনের জন্য পোষ্যকে ওর সুরক্ষার জন্যই একটি ঘরে বন্ধ রাখুন। সেখানেই ওর জন্য রেখে দিন কিছু খেলনা আর খাবার। রং খেলার শেষে আবেগের বশে ওই পোশাকে পোষ্যকে স্পর্শ করবেন না।

৩) দোলের দিন বাতাসে ভেসে বেড়ায় আবিরের কণা। ফলে সরাসরি রং না মাখলেও নিশ্বাসের সঙ্গে তা পোষ্যের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। তাই দোলের দিন পোষ্যের দিকে নজর রাখুন। শ্বাসকষ্ট, অস্বস্তি কিংবা অন্য কোনও সমস্যা দেখা দিলে সেই মুহূর্তে পশু চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

৪) বছরের এমন একটা সময়ে দোলের উৎসব হয়, যখন আবহাওয়া

মনোরম হলেও রোগবালাই যেন পিছু ছাড়তে চায় না। ঠান্ডা-গরমের এই মিশেলের সময় অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই তালিকায় বাদ থাকে না পোষ্যরাও। তাই এই সময় বাড়ির পোষ্যের প্রতি বাড়তি নজর দিতে হবে। ওদের বেশি করে জল খাওয়ান। চিকিতকের সঙ্গে কথা বলে, পোষ্যের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর ডায়েট তৈরি করে নিন। সেই অনুযায়ী খাওয়াদাওয়া করান।

ভোগের থালায় রাখতে পারেন ক্ষীরের মালপোয়া

বসন্ত উৎসব আয়োজনের ভার এ বছর আপনার উপর। ইতিমধ্যেই ঘর, বাড়ি, দালান, উঠোন সাজানো হয়ে গিয়েছে। নানা রকম ভেষজ রং কিনে মজুত করে ফেলেছেন। এ বার পরিকল্পনা করতে হবে খাওয়াদাওয়ার। অন্যান্য দিন যেমন তেমন, কিন্তু দোলের দিন ঠান্ডাই, বাদামের শরবত, ভাঙের সঙ্গে হরেক রকম নোনতা, মিষ্টি খাবার রাখতেই হয়।

দোলের দিন বহু বাড়িতেই মালপোয়া খাওয়ার চল রয়েছে। বৈষ্ণব ঐতিহ্যে মালপোয়া ভোগের চল বহু প্রাচীন বলেই জানা যায়। তাই রীতি মেনে বাড়িতেই তৈরি করে ফেলতে পারেন এই মিষ্টি। ভিতরে থাকতে পারে ক্ষীরের পুর। হাতের কাছে সব জোগাড় করা থাকলে মিষ্টি বানাতে খুব বেশি সময় লাগবে না। কী ভাবে বানাবেন? রইল প্রণালী।

উপকরণ:
দুধ: দেড় কাপ
খোয়া ক্ষীর: ১ কাপ
ময়দা: ১ কাপ
মৌরি: ১ টেবিল চামচ
ঘি: ১ কাপ
ক্ষীরের পুর বানাতে লাগবে:
দুধ: ১ লিটার
কেশর: এক চিমটে
চিনি: ৩ টেবিল চামচ
খোয়া ক্ষীর: আধ কাপ
ছোট এলাচ গুঁড়ো: আধ চা চামচ
কাজু, পেস্তা, কাঠবাদামের কুচি: প্রয়োজন অনুযায়ী
রস তৈরি করতে লাগবে:
চিনি: দেড় কাপ
জল: ১ কাপ
ছোট এলাচ: ২টি
প্রণালী:

১) উষ্ণ গরম দুধের সঙ্গে খোয়া ক্ষীর ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। ক্ষীর দুধের মধ্যে একেবারে মিশে গেলে তাতে অল্প অল্প করে ময়দা দিয়ে মালপোয়ার ব্যাটার তৈরি করুন। ২) যদি দুধ, ক্ষীর এবং ময়দা মিক্সিতে দিয়ে মিহি করে মেশাতে পারেন, তা হলে আরও ভাল হয়। সে ক্ষেত্রে ময়দা ছাঁকনিতে ছেঁকে নেবেন। তা হলে ব্যাটারটি আরও মসৃণ হবে।

৩) এ বার মিশ্রণটি একটি বড় পাত্রে ঢেলে নিন। এর মধ্যে দিয়ে দিন মৌরি। ভাল করে মিশিয়ে নিন। মৌরি দেওয়ার আগে সেগুলিকে একটু থেঁতো করে নিতে পারেন। আরও ভাল গন্ধ বেরোবে।

৪) এ বার কড়াইয়ে ঘি গরম করুন। একে একে মালপোয়া ভেজে তুলুন। ৫) অন্য একটি পাত্রে জল গরম করে তাতে চিনি দিয়ে ফোটাতে থাকুন। ধীরে ধীরে চিনি গলে যাবে। তার মধ্যে এলাচ দিয়ে দিন। এতেই এ বার ক্ষীরের মালপোয়া দিতে হবে।

৬) অন্য কড়াইতে দুধ, খোয়া ক্ষীর, চিনি, ছোট এলাচের গুঁড়ো ভাল করে জ্বাল দিন। দুধ ঘন হয়ে এলে মিহি করে কেটে নেওয়া কাজু, পেস্তা, কাঠবাদাম এক সঙ্গে মিশিয়ে দিন। মালপোয়ার পুর রেডি।

৭) রস থেকে মালপোয়া তুলে নিয়ে ক্ষীর ভরে, উপর থেকে একটু কেশর ছড়িয়ে প্লেটে সাজিয়ে দিলেই হল।

পাঁচ উপায়: মেনে রং খেললে দোল উৎসবের আনন্দও অটুট থাকবে

দোলের প্রস্তুতি প্রায় সারা। শহরের আনাচকানাচে লেগেছে রঙের ছোঁয়া। প্রকৃতিও সেজে উঠেছে শিমুল, পলাশের রঙে। দোল বলুন বা হোলি, সে দিন শুধু নিজে রং মাখলেই তো হবে না! প্রিয়জনের গালে ফাগের রং লাগিয়ে দেওয়া মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে এই উৎসবের আনন্দ। আবির, কাচের শিশিতে ভরা গাঢ় লাল, বেগনি, বাঁদুরে রং, তরল রঙে ভরা বেলুন, হরেক রকমের পিচকিরি ছাড়া দোল ভাবাই যায় না।

তবে, কৃত্রিম রাসায়নিক দেওয়া রং কিন্তু ত্বক, চুলের পাশাপাশি পরিবেশেরও প্রচুর ক্ষতি করে। প্লাস্টিকের তৈরি জিনিস পচনশীল নয়। তাই সহজে মাটিতে মেশে না। প্লাস্টিকজাত জিনিস পুনর্ব্যবহারও করা যায় না। দোল মিটে গেলে সেই সব জিনিস পড়ে থাকে রাস্তায়, নর্দমায়। তার ক্ষুদ্র কণা মাটিতে, জলে মিশতে থাকে। সেখান থেকেই দূষণ ছড়ায়। নিজেদের তো বটেই, আমরা অজান্তেই বিপদের মুখে ঠেলে দিই প্রাণিকুলকে। রঙের উতব যেন বিষাদের না হয়, বসন্তের রঙের ছোঁয়া যেন সকলের মনে সারা বছর জুড়েই থাকে। তাই এই বছর দোল উতব পালন করুন, কিন্তু কারও ক্ষতি না করে। কোন উপায়ে পরিবেশবান্ধব দোল উদ্যাপন করা সম্ভব? ১) ভেষজ রং: ত্বক, চুলের কথা ভেবে ইদানীং অনেকেই দোলে ভেষজ রং মাখেন। যার বেশির ভাগটাই তৈরি হয় কাঁচা হলুদ, চন্দনের গুঁড়ো, হেনা, ফুলের পাপড়ির মতো প্রাকৃতিক জিনিস দিয়ে। রাসায়নিকের ছোঁয়াও থাকে না এই সব রঙে। তাই পরিবেশের কোনও ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ২) প্লাস্টিক বাদ: পিচকিরি, বেলুন, বালতি, মগ রং খেলার জন্য যা যা প্রয়োজন, তার বেশির ভাগই প্লাস্টিক, রবার দিয়ে তৈরি। এগুলিও কিন্তু পরিবেশের জন্য নিরাপদ নয়। তাই "বায়োডিগ্রেডেবল" জিনিসপত্র ব্যবহার করতে পারলেই ভাল হয়। ৩) পরিবেশবান্ধব থালা-বাটি: বাড়িতে হোক বা পাড়ার ক্লাবে রং খেলার পর খাওয়াদাওয়ার আয়োজন তো থাকবেই। এত মানুষের খাবার পাত সাজাতে থার্মোকল বা কাগজের থালা ব্যবহার না করে বাঁশ, ঘাস, গাছের ছাল দিয়ে তৈরি "বায়োডিগ্রেডেবল" থালা, বাটি, গ্লাস ব্যবহার করতে পারেন।

হোলির দিন ঠান্ডাই খাওয়ার রেওয়াজ

বসন্তের মিঠে হাওয়া বইছে। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চড়ছে রোদও। কটকটে রোদ মাথায় নিয়ে রং খেলতে খেলতে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবেই। তাই শরীর ঠান্ডা রাখতে দোলের দিন প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই নানা রকম পানীয় খাওয়ার চল রয়েছে। উত্তর ভারতে হোলির দিন ঠান্ডাই খাওয়ার রেওয়াজ। দোলের শুধু ভাং না খেয়ে বাড়িতেই তৈরি করে ফেলতে পারেন বিশেষ এই পানীয়। অনেকের ধারণা, ঠান্ডাইয়ে ভাং দেওয়া হয়। ঠান্ডাইয়ে ভাং থাকে পারে। কিন্তু ভাং ছাড়াও ঠান্ডাই বানানো সম্ভব। কী ভাবে বানাবেন? রইল প্রণালী।

উপকরণ:
দুধ: ৩ লিটার
চিনি: ৪ কাপ
ছোট এলাচ: ৫টি
বড় এলাচ: ২টি
দারচিনি: ৫-৬ টুকরো
গোটা জিরে: ২ চা চামচ
গোলমরিচ: ২ চা চামচ
পোস্ত: ৪ টেবিল চামচ
চারমগজ: ২ টেবিল চামচ
কেশর: ২৫ গ্রাম
গোলাপ ফুলের শুকনো পাপড়ি: আধ কাপ
প্রণালী:

১) আগের দিন রাত থেকেই কাজু, পেস্তা, কাঠবাদাম একসঙ্গে ভিজিয়ে রাখুন।২) এ বার মিক্সিতে সব ধরনের বাদাম, পোস্ত, চারমগজ, সামান্য জিরে, বড় এলাচ, দারচিনি, গোল মরিচ, কেশর, গোলাপ ফুলের শুকনো পাপড়ি দিয়ে ভাল করে বেটে নিন। ৩) এর মধ্যেই দিয়ে দিন পরিমাণ মতো দুধ। যাতে ঘন, থকথকে একটি মিশ্রণ তৈরি হয়। ৪) অন্য দিকে, বড় একটি পাত্রে অনেকটা দুধ ফুটতে দিন। ঘন হয়ে এলে তার মধ্যে দিয়ে দিন পরিমাণ মতো চিনি। দুধের সঙ্গে চিনি ভাল করে মিশে গেলে গ্যাস বন্ধ করে দিন। ৫) এ বার মিক্সিতে বেটে রাখা ঠান্ডাইয়ের মশলাটা দুধের সঙ্গে মেশাতে শুরু করুন। ভাল ভাবে মেশানো হয়ে গেলে ফ্রিজে রেখে দিন। অন্তত পক্ষে ৪ থেকে ৫ঘণ্টা রেখে দিতে হবে। ৬) পরিবেশন করার আগে আরও এক বার সমস্তটা ভাল করে মিশিয়ে, ছেঁকে নিতে হবে। চাইলে না-ও ছাঁকতে পারেন। ৭) মাটির ভাঁড় কিংবা গ্লাসে ঢেলে উপর থেকে উপর থেকে পেস্তা বাদামের কুচি এবং গোলাপ ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে দিলে দেখতেও ভাল লাগবে।

সম্পর্কে লাগুক ফাগুনের রং

ইদানীং প্রেমিক-প্রেমিকার কাছে ডেটে যাওয়ার অর্থই হল, হয় শপিং মলে ঘোরাঘুরি, আর না হয় সিনেমা দেখা। কেউ কেউ আবার শহরের বিভিন্ন রেস্তরাঁ কিংবা ক্যাফেতে গিয়ে হরেক স্বাদের খাবার চেখে দেখার মাঝেই একে অপরের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে ফেলেন। যুগলের একান্তে সময় কাটানো বলতে ওইটুকুই। সম্পর্কে কয়েক বছর কেটে গেলে একই কাজ করতে করতে কোথাও যেন একঘেয়েমি এসে যায়। কথাও যেন ফুরিয়ে আসে। মনে প্রশ্ন জাগে, সম্পর্কটাও কি একঘেয়ে হয়ে উঠছে? প্রেমের সম্পর্কে এই একঘেয়েমি কাটানো ভীষণ জরুরি। সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ় করতে দু'জনে একসঙ্গে অনেক কিছুই করা যায়। এক জন উতাহ না নিলেও অন্য জন যদি একটু বেশি উদ্যোগী হয়ে নতুন কিছু শুরু করেন, তা হলেও দেখবেন সম্পর্ক যেন খানিক মধুর হয়ে উঠছে। ছুটির দিনে ক্যাফেতে নয়, বান্ধবীকে নিয়ে চলে যেতে পারেন কোনও চায়ের ঠেকে। সিনেমা তো রোজই দেখেন, কখনও জুটিতে মিলে একটা নাটক দেখতে গেলে কেমন হয়? সম্পর্ক মধুর করতে আর কী কী করতে পারেন?

১) প্রেমের চিঠি: হোয়াটঅ্যাপের যুগে এখন চিঠি লিখতে প্রায় সকলেই ভুলতে বসেছেন। অথচ মা, দিদিমাদের কাছে খোঁজ করলে এখনও তাঁদের প্রিয়জনের লেখা পুরনো সে সব চিঠির হদিস মেলে। চিঠি লেখার মধ্যে কিন্তু আলাদা আবেগ রয়েছে। সম্পর্কে রোম্যান্টিক ছোঁয়া আনতে একে অপরকে মাঝেমধ্যে চিঠি লিখতে পারেন।

২) রান্নায় বাজিমাত: দু'জনেই কি ভোজনরসিক? তা হলে ছুটির দিনে খানিকটা সময় হেঁশেলে কাটাতে পারেন একসঙ্গে। অনলাইনে রেসিপি দেখে একটা সুস্বাদু পদ বানিয়ে ফেলুন। ভাল হলে তো দারুণ ব্যাপার। যদি ঠিক মতো না-ও হয়, তা হলেও অভিজ্ঞতাটি উপভোগ করুন। একসঙ্গে বাজার করা থেকে রান্নার পর একে অপরের সঙ্গে সেই রান্না চেখে দেখা অভিজ্ঞতাটি নিয়ে আসতে পারে অভিনবত্বের ছোঁয়া।

৩) "লং ড্রাইভে"-এ রোম্যান্স: দোলের ছুটিতে গাড়ি নিয়ে সকাল সকাল সঙ্গীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ুন "লং ড্রাইভে"। সঙ্গীর হাতের উপর হাত, সঙ্গে পছন্দের কিছু প্রেমের গান, রাস্তার ধারে ধাবায় গাড়ি থামিয়ে টুকটাক খাওয়াদাওয়া প্রিয়জনকে সুন্দর একটা দিন উপহার দিতেই পারেন। ৪) "ফুড ওয়াক": চলছে রমজান মাস। প্রিয়জনকে নিয়ে জাকারিয়া স্ট্রিটে গিয়ে সন্ধ্যায় একটা "ফুড ওয়াক" সারতেই পারেন। কবাব থেকে বিরিয়ানি, হালুয়া থেকে ফালুদা ভোজনরসিক হলে কিন্তু এই রকম ডেট সকলেই পছন্দ করবেন। জাকারিয়া পছন্দ না টেরিটি বাজারে চিনা প্রাতরাশ সারতে পারেন।

৫) লভ ফোটোশুট: বিয়ের আগে ও পরে ফোটোশুট করার চল বেড়েছে। তবে এক দিন মজার ছলে প্রেমের ফোটোশুট করলে কেমন হয়? পয়সা খরচ করে ফোটোগ্রাফার ভাড়া করে নয়, চেনা-পরিচিত কোনও ফোটোগ্রাফার বন্ধুকে বিরিয়ানি খাইয়েই যদি কাজ হয়ে যায়, তা হলে ক্ষতি কী! একটি দিন বিভিন্ন কায়দায় ছবি তুলতে মন্দ লাগবে না। সম্পর্কের জন্য এইটুকু তো করাই যায়।

আকাশ

শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনের প্রাক মুহূর্তে মাছের আঁশের গন্ধ
বাদুড়ের ডানার শব্দে শিশির
হৃদয় গহ্বরে চামচের নীরব অভিমান

গাছের পাতায় দুঃখ মিছিল
বামঅলিন্দে ধ্বনিত মাঝির ভাটিয়ালি গান
ফিরে ফিরে আসে নদীর কিনারে

জানালায় ঝুঁকে পড়া মেঘ পুরোন টি-শার্ট
খোঁজে মাটির আলনায়
কিছু উলংগ শিশুর কান্না বুকের ভেতর
বৃষ্টি আনে

আমি দু'হাতে ঘরের দরজা বন্ধ করি
আবার খুলে ফেলি
নিঃশব্দে পা টিপে টিপে এসে
কাজের ফাঁকে আকাশ দেখি রোজ!

দেবাশিস তেওয়ারী-র দু'টি কবিতা

উত্তরতীর্থে

["Anxiety or dread (Angest) is the presentiment of this terrible responsibility when the individual stands at the threshold of momentous existential choice. Anxiety is a two-sided emotion
on one side is the dread burden of choosing for eternity — on the other side is the exhilaration of freedom in choosing himself. Choice occurs in the instant– which is the point at when time and eternity intersect for the individual creates through temporal choice a self which will be judged for eternity" - Soren Kierkegaard]

জীবন উত্তরময় পদাঘাত ধ্বনি
বহু বিড়ম্বনা শেষে আঘাত রুয়েছ
ফলত ব্রহ্মা যিনি, যিনি পদ্মযোনি
কেউটে খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ, সাপ খুঁড়তে কেঁচো...

আমাদের বিধি, নিষেধের চেয়ে বাম
বিধিনিষের মাঠে কঙ্কাল টাঙিয়ে
পার করছ, মেলা, মাঠ কোনও মধ্যযাম
তেল নেই, বড়া ভাজছি আদ্যোপান্ত ঘিয়ে

নিশীথ, শর্বরী হতে, ধেয়ে আসে ঋতু
আরোহীদিগের সাথে জমে না আলাপ
শয্যা নিয়ে কিছুকাল রসরঙ্গে থিতু...
মাখাব বীর্যের কালি, দড়ি থেকে সাপ।

মাখাব প্রলেপপর্দা তপশ্চর্যা মেনে
আগুন ডিঙিয়ে খেলব, লেগে থাক খুনি
বারুদ ব্যোমের মজ্জা, এতটুকু জেনে
রয়েছি উত্তরতীর্থে, কত কথা শুনি...!

প্রত্যয়-বিভূতি

প্রত্যয়-বিভূতি যোগ ফেলে আসি নদীর কিনারে
সেটা নদী হতে পারে দহ কিংবা অন্য জলাধার
ফোস্কা ধরা শরীরেও আঘাত হেনেছ বারেবারে
অন্তিম, তত্ত্বকথা, বাঁচামরা অনিত্যের সার!

সারবস্তু গায়ে মেখে গঙ্গামাটি মেখে ধুয়ে ফেলি
বাষ্পীয় গুঞ্জরনে ভেঙে যায় মিথ্যে কর্মভার
কলসির উপরে কড়ি পড়ে থাকা একখানা চেলি
দেখেছে নিয়মরীতি, তার পার্শে বেদনার ধার!

"যার জন্ম নেই তার মৃত্যু কোথা থেকে আসবে, বলো"
কার্মিক গঠন নিয়ে স্থুলদেহ পোড়ায় আগুন
আগুন বোঝে না ভাষা, বলতে হয় না "জ্বলো তুমি জ্বলো"
"কীভাবে ফেরত চাইছ কানাকড়ি হিসেবের নুন"?

সবটা স্নেহেই আর্দ, ধরা পড়ে প্রকৃতি-পঠন
ঝলসে ওঠে আত্মা নয় আগুনের অপভ্রংশ দ্যুতি
মৃত্যুর পরেও যার যত দৃঢ় কার্মিক গঠন
তত তত বেশি করে ধরা পড়ে প্রত্যয়-বিভূতি!

আমার বিরুদ্ধে যদি কোনো দুর্নীতির অভিযোগ থাকে তাহলে তিনি কোর্টে যান বিজেপি প্রার্থীকে বললেন শান্তনু ঠাকুর

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৪ মার্চ (হি.স): 'আমার বিরুদ্ধে যদি কোন দুর্নীতির অভিযোগ থাকে তাহলে তিনি কোর্টে যান। বনগাঁ তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসের আনা অভিযোগের ভিত্তিতে এমনই প্রতিক্রিয়া দিলেন বনগাঁর বিজেপি প্রার্থী তথা কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। রবিবার বনগাঁ লোকসভার স্বরূপনগর বিধানসভার গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বালকী হাই স্কুল সংলগ্ন বসিরহাট-তরণীপুর রোডে একটি পথসভায় এসে এমনই মন্তব্য করলেন শান্তর ঠাকুর নির্বাচনী প্রচারে এসে তিনি বক্তব্যের শুরুতেই সিএএ নিয়ে রাজ্য সরকারকে তোপ দাগেন। পাশাপাশি তিনি এও বলেন, '১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে যখন বাংলাদেশের জন্ম হয়, তখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মুজিবর রহমান ও ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেখানে বলা হয় এতদিনের যে সমস্ত শরণার্থীরা দুই দেশে ঢুকেছে তারা সেখানেই থাকুক। যে যেই অবস্থায় আছে সে সেই দেশেই থাকুক। এরপর থেকে নতুন করে শরণার্থী কোনো দেশ গ্রহণ করবে না। অথচ ভারতবর্ষের মুসলিমদের উপরে কোন রকম অত্যাচার না হলেও বাংলাদেশে হিন্দুরা সুরক্ষিত থাকতে পারেননি। তাই তারা বাধ্য হয়ে একে দেশ ছেড়ে ভারতে অবৈধভাবে প্রবেশ করেছিলেন। মূলত সেই সমস্ত মানুষকেই তাদের নাগরিকত্ব প্রদান করতে উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাই সিএএ মানুষের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার আইন নয়। মানুষকে নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন। পূর্বতন কংগ্রেস সরকার যা করেনি তা এই সরকার পূরণ করলো। বর্তমান রাজ্য সরকার যতই এর বিরোধিতা করুক সিএএ লাগু হবেই।' বেশ কিছুদিন আগে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিশ্বজিৎ দাস শান্তনু ঠাকুরের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ এনে বলেন, 'তেঁতুলিয়ায় কেন্দ্র সরকারের যে প্রকল্প শুরু হয়েছে ইছামতি নদীতে সংস্কার করার। তার জন্য বরাদ্দকৃত ৫০ কোটি টাকা শান্তনু ঠাকুর আত্মসাৎ করেছেন।' সেই প্রসঙ্গে শান্তনু সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'অপপ্রচার দিয়ে কি হবে? ও কোর্টে চলে যাক। কত টাকার দুর্নীতি হয়েছে তা জানতে ও কোর্টে চলে যাক। সমস্যা কোথায়? এদিনের এই নির্বাচনী পথসভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবদাস মন্ডল, স্বরূপনগরের বিজেপি নেতা বৃন্দাবন সরকার ও বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার মহিলা মোর্চার জিএস পিয়া পাণ্ডে সহ প্রমুখ নেতৃত্ব।

হিন্দুস্থান সমাচার। এ. গঙ্গোপাধ্যায়।

করিমগঞ্জ জেলা টিবি কেন্দ্রের উদ্যোগে বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস অনুষ্ঠিত

করিমগঞ্জ (অসম) ২৪ মার্চ (হি.স.) : করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে জেলা টিবি কেন্দ্রের উদ্যোগে রবিবার বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস উদযাপনের একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানটি যক্ষ্মা (টিবি) সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষিত করার লক্ষ্যে আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন যুগ্ম স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডা. সুমনা নাইডিং, সিভিল হাসপাতালের অধীক্ষক ডা. লিপি দেব এবং জেলা টিবি অফিসার ডা. বিমল কুমার সরকার। ডা. সুমনা নাইডিং টিবি সচেতনতার গুরুত্ব এবং প্রাথমিক শনাক্তকরণের তাৎপর্যের উপর জোর দেন। তিনি নিয়মিত চেক-আপ এবং চিকিৎসা মেনে চলার উপর জোর দেন এবং যক্ষ্মা ছড়ানো প্রতিরোধ গুরুত্বপূর্ণ বলে জানান। ডা. লিপি দেব বিশ্ব যক্ষ্মা দিবসের তাৎপর্যের উপর আলোকপাত করেন এবং যক্ষ্মা প্রতিরোধে হাসপাতালের প্রচেষ্টার বিশদ বিবরণ দেন।

তিনি অংশগ্রহণকারীদের শেষ পর্যন্ত টিবি নির্মূলে তাদের সমন্বিত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। এতে ডা. বিমল সরকার এবং ডা. জিয়াউল করিম যক্ষ্মা মোকাবিলার বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন। তারা যক্ষ্মা নির্মূলে সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। অনুষ্ঠানে বেসরকারি ক্লিনিক ও ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। তারা স্বাস্থ্য বিভাগে তাদের অবদান তুলে ধরেন এবং যক্ষ্মা রোগের বিস্তার রোধে সম্মিলিত পদক্ষেপের গুরুত্বের ওপর জোর দেন।

লোকসভা নির্বাচন ২০২৪, ২৮ ও ৩০ মার্চ করিমগঞ্জের প্রতিটি ভোটকর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পোস্টাল ব্যালট ফেসিলিটেসন কেন্দ্র কার্যকরী থাকছে

করিমগঞ্জ (অসম) ২৪ মার্চ (হি.স.) : আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে করিমগঞ্জ জেলায় ভোট গ্রহণের কাজে নিয়োজিত ভোট কর্মীদের প্রশিক্ষণ আগামী ২৮ ও ৩০ মার্চ জেলার ১০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। এতে কর্তব্যরত ভোট কর্মীদের তাদের নিজ নিজ ভোট পোস্টাল ব্যালট পেপারের মাধ্যমে প্রদান করার সুবিধা করে দিতে ওই ১০ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পোস্টাল ব্যালট ফেসিলিটেসন কেন্দ্র কার্যকরী থাকবে বলে করিমগঞ্জের পোস্টাল ব্যালট পেপার সেলের দায়িত্ব প্রাপ্ত অতিরিক্ত আয়ুক্ত জানিয়েছেন।

এতে ২৮ ও ৩০ মার্চ সকাল ১০টা থেকে বেলা ১ টা এবং বেলা ১ট ৩০ মিনিট থেকে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত করিমগঞ্জ শহরের রবীন্দ্রসদন গার্লস কলেজ, সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এম এম সি গার্লস এইচ এস স্কুল, নীলমণি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বারইগ্রামে জাফরগড় এক্সটেন্ডেড এইচএস স্কুল, পাথারকান্দিতে প্রেমময়ী সিনিয়র বেসিক ইন্সটিটিউশন ও মডেল এইচএস স্কুল, আনিপুরে নারায়ন নাথ এইচএস স্কুল এবং রামকৃষ্ণ নগরে আর কে নগর কলেজের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভোট কর্মীদের পোস্টাল ব্যালট পেপারের জন্য ফর্ম ১২ বিতরণ ও সংগ্রহ করা হবে। ওই পোস্টাল ব্যালট ফেসিলিটেশন কেন্দ্রগুলিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করে দায়িত্ব সমঝে দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট সেল ইনচার্জ।

অতিমারির সময় ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা সমগ্র বিশ্ব মেনে নিয়েছে : নির্মলা সীতারমন

বেঙ্গালুরু, ২৪ মার্চ (হি.স.): অতিমারির সময় ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা সমগ্র বিশ্ব মেনে নিয়েছে। ভারতীয় অর্থনীতি কিভাবে দ্রুত এগিয়েছে, তাও সমগ্র বিশ্ব দেখেছে। বললেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ। তিনি আরও বলেছেন, উপযুক্ত ও সময়োপযোগী নীতি প্রণয়ন এবং আর্থিক সংস্কার কোভিড সমস্যা থেকে ভারতকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছে। রবিবার বেঙ্গালুরুতে থিঙ্কারস ফোরামের এক আলোচনা সভায় এই বক্তব্য রাখেন নির্মলা।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন বলেছেন, ২০২০ থেকে ২২ সালের মধ্যে কোভিড এবং পরে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে তৈরি হয়েছে আর্থিক সমস্যা। খাদ্যশস্য, জ্বালানি এবং সারের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ কমেছে। এই সময়ে বহু দেশে অতিরিক্ত মুদ্রা ছাপিয়ে সমস্যার সমাধানের যে চেষ্টা হয়েছিল, তাতে মুদ্রাস্ফীতি পৌঁছে যায় দুই অঙ্কে, বাজারে চাহিদা হ্রাস পায়, সুদ বৃদ্ধি পায় এবং সব মিলিয়ে অর্থনীতি মন্দার দিকে এগিয়ে চলে। তিনি আরও বলেন, কিন্তু ভারতে দরিদ্র মানুষের কাছে খাদ্যশস্য পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং অতি ক্ষুদ্র শিল্পের পাশে সরকার দাঁড়িয়েছে, মহিলা ও প্রবীণদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে, জনগণকে ভ্যাকসিন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, আর্থিক সংস্কারগুলির সমত পদ্ধতিকে আরও স্বচ্ছ করেছে এবং সহজে ব্যবসার পথও সুগম হয়েছে। উদ্যোগপতিদের দক্ষতা, দেশের কৃষক এবং যুব সমাজের হাত ধরে ভারতীয় অর্থনীতি দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়েছে। কোভিড সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার ভারতের এই ফর্মুলা এখন সমগ্র বিশ্বে সমাদর লাভ করেছে বলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানান।

লোকসভা ভোটের মুখে উত্তপ্ত ক্যানিং, তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরব বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু

ক্যানিং ও কলকাতা, ২৪ মার্চ (হি.স.): লোকসভা ভোটের মুখে ফের উত্তপ্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ের জীবনতলা। বিজেপির কর্মিসভায় হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বিজেপির মণ্ডল সভাপতি-সহ আহত বেশ কয়েকজন। এই ঘটনায় সরব হয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার এক্স মাধ্যমে বিরোধী দলনেতা লিখেছেন, 'লোকসভা নির্বাচনের আগে বাংলার রাজনীতিতে ফের রক্তপাত। ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার বিজেপি কর্মীদের তৃণমূলের গুন্ডারা নির্মমভাবে আক্রমণ করেছে। ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকত মোল্লার ঘনিষ্ঠ সহযোগী, হোসেন শেখ; যার কুখ্যাতি সন্দেশখালির শেখ শাহজাহানের মতো, সে জঘন্য অপরাধ করেছে।'

উল্লেখ্য, লোকসভা ভোটের মুখে সওকত মোল্লার এলাকায়, ক্যানিংয়ের জীবনতলায় বিজেপির কর্মিসভায় হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। রবিবার সকালে ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার মঠের দিঘি এলাকায় বিজেপির ৩ নম্বর মণ্ডলের উদ্যোগে কর্মিসভা চলছিল। অভিযোগ, আচমকাই সেখানে হামলা চালায় তৃণমূল কর্মীরা। বিজেপি কর্মীদের মারধর করা হয়। আহত হন বিজেপির ৩ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি সুব্রত দাস-সহ বেশ কয়েকজন। দু''জনকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর, অবস্থার অবনতি হলে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। বিজেপির তরফে নির্বাচন কমিশনে নালিশ জানানো হয়েছে।

হোলির শুভেচ্ছা দিয়ে রবিবাসরীয় প্রচারে ঝড় ইউসুফের

মুর্শিদাবাদ, ২৪ মার্চ (হি.স): ছুটির দিনেও দলীয় প্রচারে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বহরমপুরে। রবিবার দুপুরে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ইউসুফ পাঠান নির্বাচনী প্রচার সারেন বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের বোরগাছি সেবাব্রত আশ্রমের মাঠে।

এদিন আশ্রমের মাঠে উপস্থিত হন প্রার্থী ইউসুফ পাঠান, তৃণমূল জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার, বহরমপুর পৌরসভার পৌরপিতা নাড়ুগোপাল মুখার্জি, বেলডাঙ্গা বিধায়ক হাসানুজ্জামান রেজিনগর বিধায়ক রবিউল আলম চৌধুরী সহ তৃণমূলের অন্যান্য নেতা কর্মীরা। এদিন সভামঞ্চ থেকে ইউসুফ পাঠান সাধারণ মানুষকে ভোট দেবার আবেদন জানান। হোলির অগ্রিম শুভেচ্ছাও তিনি জানিয়েছেন।

মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের তরফে রঞ্জি ট্রফি জয়ী ক্রিকেটারদের ১০০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা

মুম্বই, ২৪ মার্চ (হি.স.): সম্প্রতি ৪২তম রঞ্জি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মুম্বই। এর জন্য খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করতে মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন রঞ্জি ট্রফি জয়ী ক্রিকেটারদের ১০০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা করলো।

এই ঘোষণার পর এক মরসুমে একজন ক্রিকেটারের আয় দ্বিগুণ হতে পারে। বিসিসিআইয়ের নিয়ম আছে, ৪০টির বেশি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলা ক্রিকেটাররা দিনের খেলার জন্য ৬০ হাজার টাকা পান। আর ২১-৪০টি ম্যাচ খেলেছেন তাঁরা ৫০ হাজার টাকা এবং ২০টির কম ম্যাচ খেলেছে এমন ক্রিকেটাররা দিনে ৪০ হাজার টাকা পান।

এই মাসের শুরুতেই রঞ্জি ট্রফি জয়ী দলের জন্য ৫ কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। যা বিসিসিআইয়ের পুরস্কার থেকেও বেশি। আইপিএল চুক্তি নেই এমন ক্রিকেটাররা উপকৃত হবেন মুম্বাই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের এই ঘোষণার পর।

মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অমল কালে বলেছেন, 'রঞ্জি ট্রফি খেলা ক্রিকেটারদের ভালো আয় হওয়া উচিৎ। সেদিকে গুরুত্ব দিয়েই আমরা খেলোয়াড়দের আয় বাড়াচ্ছি।'

তৃণমূল মানেই বিজেপি প্রার্থী, মত বাম-কংগ্রেস জোট প্রার্থী ভিক্টরেব

উত্তর দিনাজপুর, ২৪ মার্চ (হি.স): রায়গঞ্জে হাসপাতাল পরিষেবা উন্নত করতে চান বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী আলী ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টর। রবিবার নির্বাচনী প্রচারে নেমে তিনি একথা জানান। পাশাপাশি তাঁর গলায় শোনা গেল রায়গঞ্জে এমস না হতে দেওয়ার আক্ষেপও।

প্রার্থীপদ ঘোষনা হওয়ার পর প্রথমবারের জন্য রবিবাসরীয় প্রচারকেই বেছে নিলেন বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী আলী ইমরান রমজ। আর প্রচারে নেমেই তৃণমূল বিজেপির অশুভ আঁতাতের দিকে ইঙ্গিত করলেন ভিক্টর। রবিবার সকালে রায়গঞ্জের কসবা মোড় থেকে শুরু করে শিলিগুড়ি মোড় পর্যন্ত প্রায় চার শতাধিক গাড়ি নিয়ে নির্বাচনী র‍্যালি করেন তিনি। শিলিগুড়ি মোড়ে মিছিল শেষ করে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির মূর্তিতে মাল্যদান করেন তিনি। এরপর সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, রায়গঞ্জে তৃণমূলের প্রার্থী মানেই বিজেপির প্রার্থী। তাই তাদের মূল লড়াই বিজেপির সাথেই। তৃণমূলকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। এদিন এই নির্বাচনী প্রচার ঘিরে কর্মী সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

হিন্দুস্থান সমাচার। এ. গঙ্গোপাধ্যায়।

সর্বমঙ্গলা কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে রবিবাসরীয় নির্বাচনী প্রচার করলেন বিপ্লব মিত্র

দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৪ মার্চ (হি.স): দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের বাসুরিয়া সর্বমঙ্গলা হাটখোলা কালীমন্দিরে পূজো দিয়ে রবিবাসরীয় নির্বাচনী প্রচার ও জনসংযোগ যাত্রা করলেন বালুরঘাট ৬ নং লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের মনোনীত প্রার্থী তথা রাজ্য তৃণমূলের ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের মন্ত্রী ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ভূমিপুত্র বিপ্লব মিত্র। রবিবার দুপুরে গঙ্গারামপুর ব্লকের বাসুরিয়া সর্বমঙ্গলা হাটখোলা কালীমন্দিরে পূজো দিয়ে নির্বাচনী প্রচার ও জনসংযোগ যাত্রা করলেন। উপস্থিত ছিলেন, কুমারগঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক তথা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান তোরাব হোসেন মন্ডল, গঙ্গারামপুর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি শংকর সরকার সহ তৃণমূলের অন্যান্য বিশিষ্টরা। এদিন প্রার্থী তথা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রকে ওই এলাকার তৃণমূলের কর্মী সমর্থক সহ বিশিষ্টজনেরা ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

টিবি রোগ নির্মূলের জন্যে সমাজের সব অংশের মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন : রাজ্যপাল

আগরতলা, ২৫ মার্চ (হি.স.) : সমাজ থেকে টিবি রোগ নির্মূলের জন্যে সমাজের সব অংশের মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন। বিশ্ব টিবি দিবস উদযাপন উপলক্ষে রবিবার রাজভবনে এক অনুষ্ঠানে একথা বলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডিড নাল্লু।

অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নান্নু টিবি সম্পর্কে আরও সচেতনতা গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করেন। রাজ্যপাল টিবি মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার উপর উপস্থিত সকলকে শপথ বাক্য পাঠ করান। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন স্টেট টিবি অফিসার ডা. নুপুর দেববর্মা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল হেলথ মিশনের মিশন ডিরেক্টর বিনয় ভূষণ দাস। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল টিবি আক্রান্ত ২ জন রোগীর মধ্যে ফুড বাস্কেট বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের সচিব ইউ কে চাকমা, রাজ্যপালের উপসচিব রতন ভৌমিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কেজরিওয়ালকে অহঙ্কারী বললেন অনুরাগ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর তোপ ভগবন্তকেও

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ (হি.স.): ইডি-র হেফাজতে থেকেই দিল্লিতে সরকার চালাচ্ছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এ জন্য কেজরিওয়ালকে অহঙ্কারী আখ্যা দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। একইসঙ্গে পঞ্জাবের সাংরুরে বিষমদে মৃত্যুর ঘটনায় পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানকেও আক্রমণ করেছেন অনুরাগ ঠাকুর। রবিবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অনুরাগ ঠাকুর বলেছেন, 'অবৈধ মদের কারণে একটি রাজ্যে ২১ জন মারা গিয়েছেন এবং তাঁদের মুখ্যমন্ত্রী (ভগবন্ত মান) দিল্লিতে ঘুমাচ্ছেন। তিনি দু''টি শব্দও বলেননি অথবা মদ্যপানের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাও নেননি।' অনুরাগ ঠাকুর আরও বলেছেন, 'অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে বাঁচাতে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী দিল্লি পৌঁছেছেন, কিন্তু অবৈধ মদের কারণে তাঁর নিজের গ্রামে ২১ জন মারা গিয়েছেন। তিনি মদ কেলেঙ্কারির প্রধানকে রক্ষা করতে দিল্লিতে রয়েছেন। তিনি (অরবিন্দ কেজরিওয়াল) এতটাই অহঙ্কারী যে তিনি জেল থেকে সরকার চালাতে চান।'

কোন দল কত আসন পাবে, ভবিষ্যদ্বাণী কুণাল ঘোষের

কলকাতা, ২৪ মার্চ (হি. স.): লোকসভা ভোটে কোন দল কত আসন পাবে? সেই নিয়ে আবারো একবার ভবিষ্যৎবাণী করলেন তৃণমূলের প্রাক্তন মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। রবিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে নতুন করে বোমা ফাটালেন কুণাল। আগেরবার আসনপ্রাপ্তি নিয়ে আনুমানিক ফলাফলের কথা বলেছিলেন। আর এবার ভোটপ্রাপ্তির শতকরা হারের হিসেব দিলেন তিনি।

তিনি লেখেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেনাপতিত্বে তৃণমূল এবার বাংলায় ৩০-৩৫ আসন পাবে, সংখ্যা বাড়তে পারে। ভোট শতাংশে গড়ে ৫৮-৬২ু ভোট তৃণমূলের। বিজেপির ভোট শতাংশ কমবেশি ৩০ থেকে ৩২। আসন ৫ থেকে ১১-র মধ্যে। বাম এবং কংগ্রেসের আসন ০। ২৪.৩.২৪-এর পরিস্থিতি অনুযায়ী।'

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে বাংলা থেকে তৃণমূল ২২ আসনে জিতেছিল। তাদের ঝুলিতে এসেছিল ৪৩ শতাংশের কমবেশি ভোট। আর চব্বিশের নির্বাচনে তা লাফিয়ে বাড়বে ৫৮ থেকে ৬২ শতাংশ। অন্তত এমনটাই দাবি অভিজ্ঞ রাজনীতিক কুণাল ঘোষের। বিজেপির ফল সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী, ৩০ থেকে ৩২ শতাংশ ভোট পাবে। পাঁচ থেকে ১১টি আসন গেরুয়া শিবিরের দখলে আসবে। গতবারের লোকসভা নির্বাচনে বাংলা থেকে ১৮ টি আসন পেয়েছিল বিজেপি। কুণাল ঘোষের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, চব্বিশের ভোটে তা অনেকটাই কমবে। তবে বাম-কংগ্রেসের শূন্যপ্রাপ্তি নিয়ে কোনও সংশয়ই রাখছেন না তৃণমূল নেতা।

২৬ মার্চ গুয়াহাটিতে সুনীলকে সংবর্ধিত করবে ফেডারেশন

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ (হি.স.): ২০০৫ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিষেক হওয়া সুনীল ছেত্রী সৌদি আরবের আভায় আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলে ফেলেছেন ১৪৯ তম ম্যাচ।

আগামী ২৬ মার্চ গুয়াহাটিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ১৫০তম ম্যাচ খেলতে নামবেন সুনীল। সে দিনই গুয়াহাটির মাঠে তাঁকে সংবর্ধিত করবে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন।

এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে বলেছেন, """"২০০৫ সাল থেকে দেশের হয়ে খেলছে সুনীল ছেত্রী। এত দিন ধরে ওকে সর্বোচ্চ পর্যায় খেলতে দেখাটা আমাদের কাছে সৌভাগ্যের।""""

শৌচকর্ম করতে গিয়ে পুরুলিয়ায় হাতির হানায় মৃত্যু মহিলার

পুরুলিয়া, ২৪ মার্চ (হি. স.): রবিবার ভোরবেলায় শৌচকর্ম করতে গিয়ে হাতির হানায় মৃত্যু হলো এক মহিলার। ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার কোটশিলা বনাঞ্চলের ডিমু গ্রামের কাছে কুমারডি টোলাতে।

বনদফতর সূত্রে খবর, মৃতার নাম মমতা কুমার, বয়স ২৯ বছর। তাঁর বাড়ি ডিমু গ্রামের কুমারডি গ্রামের টোলাতে। রবিবার ভোর পৌনে চারটে নাগাদ ওই মহিলা শৌচকর্ম করতে বাড়ি থেকে বেরোন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, পাশেই একটি জঙ্গলের কাছে তিনি শৌচকর্ম সারতে যান কিন্তু সেই সময় আচমকা সেখানে উপস্থিত হয় একটি হাতি। হাতিটি মহিলার দিকে তেড়ে যায়, তিনি বাঁচার চেষ্টা করলেও শেষ রক্ষা হয়নি। শুঁড়ে পেঁচিয়ে ফেলে মাটিতে আছাড় মারে হাতিটি।

রাজনৈতিক চর্চা থেকে দূরে থাকতে বসন্ত উৎসবে মাতলেন মহিলারা

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৪ মার্চ (হি.স): লোকসভা ভোটের আবহেই রঙের উৎসবে মাতলেন সীমান্ত শহর বসিরহাটের মহিলারা। দেশজুড়ে ইতিমধ্যেই লোকসভা ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে। রংয়ের দোকানগুলিতে চাহিদাও বেড়েছে সবুজ, লাল ও গেরুয়া আবিরের। আর এই লোকসভা ভোটের আবহেই রঙের উৎসবে মাতলেন বসিরহাটের মহিলারা। বসিরহাট লেডিস ক্লাবের উদ্যোগে দোল যাত্রার প্রাক্কালে বসিরহাট পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ডের একটি বাগানবাড়িতে কবিতা, আবৃত্তি, নাচ ও গানের মধ্য দিয়ে প্রাক দোল যাত্রায় সামিল হলেন মহিলা সহ কচিকাঁচারা। দেশের প্রতিটি কোণাতেই এখন লোকসভা ভোটের আবহাওয়া। সর্বত্রই রাজনীতির চর্চা তাই সেই রাজনীতির চর্চাকে একটু দূরে

দিল্লিতে ফের অগ্নিকাণ্ড! নারেলায় আগুন লাগল ফ্যাক্টরিতে, কেউ হতাহত হননি

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ফের অগ্নিকাণ্ড! এবার আগুন লাগল দিল্লির নারেলা এলাকায় অবস্থিত একটি ফ্যাক্টরিতে। রবিবাসরীয় দুপুরে ওই ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগে। আগুন লাগার কিছুক্ষণের মধ্যেই এই আগুন ভয়াবহ রূপ নেয়, ফ্যাক্টরির ভিতরে আগুন দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে, চারিদিক কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে।

দিল্লি দমকল সার্ভিসের ডেপুটি চিফ দমকল অফিসার এস কে দুয়া বলেছেন, রবিবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ আমরা আগুন লাগার খবর পেয়েছি, সেই অনুযায়ী দমকলের ইঞ্জিন পাঠানো হয়েছে...আগুন এখন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ২৫-২৬টি দমকল ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়। এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের ঘটনা নেই। আগুন নিভে যাওয়ার পরে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করব।'

দেশীয় বাজারে স্থিতিশীলতাই লক্ষ্য, পেঁয়াজ রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা বাড়াল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ (হি.স.): দেশের স্বার্থে পেঁয়াজ রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা ফের বাড়াল ভারত সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার পেঁয়াজ রফতানির ওপর নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, অভ্যন্তরীণ বাজারে সরবরাহ অব্যাহত রাখতে এবং দামের ওপর নিয়ন্ত্রণের কারণে রফতানি নিষেধাজ্ঞা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্য নির্দেশনালয় ডি জি এফ টি রবিবার এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে মেয়াদ বৃদ্ধির কথা জানান। উল্লেখ্য, গত বছর ডিসেম্বর মাসে পেঁয়াজ রফতানির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। এর আগে পেয়াঁজ রফতানিতে নিষেধাজ্ঞার সময়সীমা ছিল ৩১ মার্চ, রবিবার সেই নিষেধাজ্ঞা আরও একবার বাড়ানো হয়েছে।

আইপিএলে রাসেলের ২০২ ছক্কা, শীর্ষস্থানে কে

কলকাতা, ২৪ মার্চ (হি.স.): শনিবার ইডেনে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ২৫ বলে অপরাজিত ৬৪ রানের ইনিংস খেলেছেন আন্দ্রে রাসেল। এই ইনিংস খেলতে তিনি মেরেছেন ৭ ছক্কা আর ৩ চার। এর ফলে আইপিএলে ২০০ ছক্কা মারার কীর্তি গড়েছেন এই ক্যারিবীয় তারকা। আইপিএলে ২০০ ছক্কার তালিকায় রাসেল অবশ্য প্রথম নন, তিনি এই কীর্তি গড়েছেন নবম ব্যাটসম্যান হিসেবে।

বিজেপিতে যোগ দিলেন আর কে এস ভাদৌরিয়া, প্রাক্তন বায়ুসেনা প্রধানকে স্বাগত জানালেন অনুরাগ

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ (হি.স.): আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রবিবার ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে যোগ দিলেন প্রাক্তন বায়ুসেনা প্রধান আর কে এস ভাদৌরিয়া। রবিবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুরের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন আর কে এস ভাদৌরিয়া। এছাড়াও এদিন বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন ওয়াইএসআরসিপি নেতা ভারাপ্রসাদ রাও ভেলাগাপাল্লি। উভয়কেই বিজেপিতে স্বাগত জানান বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বিনোদ তাওড়ে এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর।

বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর প্রাক্তন বায়ুসেনা প্রধান আর কে এস ভাদৌরিয়া বলেছেন, 'আবারও দেশ গঠনে অবদান রাখার এই সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি দলীয় নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানাই। আমি চার দশকেরও বেশি সময় ধরে বায়ুসেনাতে কাজ করেছি, কিন্তু আমার কাজের সেরা সময় ছিল বিজেপি সরকারের নেতৃত্বে গত ৮ বছর। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে ক্ষমতায়ন ও আধুনিকীকরণ এবং তাঁদের আত্মনির্ভরশীল করার জন্য এই সরকার যে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে তা কেবল বাহিনীতে একটি নতুন সক্ষমতার জন্ম দেয়নি বরং তাদের একটি নতুন আত্মবিশ্বাসও দিয়েছে। সরকারের আত্মনির্ভর পদক্ষেপের ফলাফল এখন দেখা যাচ্ছে।'

নিউটাউনে ব্যাগবন্দি দেহ উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেফতার এক, তদন্তে পুলিশ

কলকাতা, ২৪ মার্চ (হি.স.): নিউটাউনে ট্রলি ব্যাগবন্দি দেহ উদ্ধারের ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। শনিবার সন্ধ্যায় তাকে টেকনো সিটি থানায় এনে জেরা করা হয়। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ব্যারাকপুর এলাকায় খুন করা হয়েছে প্রৌঢ়কে। সেখানেই থাকে অভিযুক্ত। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, টাকা নিয়ে ঝামেলার কারণেই খুন। উল্লেখ্য, শনিবার ভোরে নিউটাউনের টেকনো সিটি থানা এলাকার কারিগরি ভবনের পিছন দিকে পাঁচুরিয়া এলাকায় একটি নালার মধ্যে লাল রঙের ট্রলি ব্যাগ থেকে এর প্রৌঢ়ের দেহ উদ্ধার হয়।

ফের উত্তপ্ত সন্দেশখালি, রাস্তার উপর টায়ার চালিয়ে বিক্ষোভ বামফ্রন্টের

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৪ মার্চ (হি.স): ভোটের আগে ফের উত্তপ্ত সন্দেশখালি। জমি ফেরত ও ১০০ দিনের কাজের টাকা-সহ একাধিক ইস্যুতে বিক্ষোভে সামিল হল বামফ্রন্ট। তারা প্রথমে দলীয় পতাকা ও ব্যানার হাতে নিয়ে বিক্ষোভ দেখতে থাকে। পরে সন্দেশখালি সেহারা বাজারে টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ সভা করতে শুরু করে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে আগুন নিভিয়ে দেয়। কিন্তু তারপরেও তাদের বিক্ষোভ কর্মসূচি চলতে থাকে।

রবিবারের বিক্ষোভে গ্রামের মহিলারাও সামিল হয়। তাদের বক্তব্য, সন্দেশখালিতে শেখ শাহজাহান, শিবু হাজরা ও উত্তম সর্দাররা যেভাবে জমি দখল করেছে সেই জমি অবিলম্বে ফেরত দিতে হবে। পাশাপাশি ১০০ দিনের কাজের টাকাও দিতে হবে। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা বেহাল হয়ে পড়েছে। রাজ্য সরকার অবিলম্বে ব্যাবস্থা গ্রহণ করুক। এদিকে, বিজেপির পক্ষ থেকে স্থানীয় মানুষদের সাহায্যার্থে অভিযোগ সেল খোলা হয়েছে। সেখানেও বহু মানুষ প্রতিদিন নিজেদের অভিযোগ জানাচ্ছেন।

শুভেন্দুর বিরুদ্ধে বিজেপির পোষ্টার দমদমে

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৪ মার্চ (হি.স): রবিবার দমদমে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে পোষ্টার দেখা গেল। পোষ্টার গুলি কে বা কারা লাগিয়েছে এখনো জানা যায়নি। তবে পোস্টারে লেখা আছে শুভেন্দুর চাপিয়ে দেওয়া প্রার্থীদের মানছিনা মানবনা। এই ঘটনার পরে নাগেরবাজার থানায় বিজেপির পক্ষ থেকে একটা এফ আই আর দায়ের করা হয়েছে। তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে বা যারা দোষী তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। বিমল শংকর নন্দ, অরিজিৎ বক্সী ও স্বপন চৌধুরীর নেতৃত্বে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা নাগেরবাজার থানায় অভিযোগ জানান। তাদের দাবি এই অঞ্চলটি সম্পূর্ণ সিসিটিভি তে মুড়ে রাখা আছে তাই প্রশাসন উদ্যোগী হলে এক ঘন্টার মধ্যে অভিযুক্তকে ধরতে সক্ষম হবে। তাই পুলিশ আধিকারিকদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন যে বা যারা বিজেপি কর্মীদের কলঙ্কিত করতে চাইছে তাদের গ্রেফতার করে শাস্তির ব্যবস্থা করুক প্রশাসন।

দেহরাদূনের বাসভবনে রঙের উৎসবে সামিল পুষ্কর ধামি, জানালেন হোলির শুভেচ্ছা

দেহরাদূন, ২৪ মার্চ (হি.স.): দেহরাদূনের বাসভবনে রঙের উৎসবে সামিল হলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। রবিবার সকালে দেহরাদূনে নিজস্ব সরকারি বাসভবনে হোলি উদযাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি, মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে হোলি উদযাপন করতে আসা মানুষজনের সঙ্গে নাচতেও দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে। অনেককে রঙে রাঙিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বলেছেন, 'হোলি হল রঙের উৎসব।

নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় নিয়ে মোহনপুরে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ।। তিপ্রামথা,আইপিএফটি, এবং বিজেপি দলের নেতৃত্ব এবং কর্মীদের মোহনপুর বিধানসভার ওয়াশিকা এলাকায় লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে শাসকদলের প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ী করার কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়।মোহনপুর বিধানসভার ওয়াশিকা এলাকায় বিজেপি আইপিএফটি এবং তিপ্রামাথার মধ্যে নির্বাচনকে সামনে রেখে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মোহনপুর বিধানসভা এলাকার বিজেপির দুটি শরিক দলকে নিয়ে সভা হয়। এই দিন ওয়াশিকা এলাকায় অনুষ্ঠিত এই সভাতে তিপ্রামথা, আইপিএফটি, এবং বিজেপি দলের নেতৃত্ব এবং কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।বিজেপির সমস্ত জোট সঙ্গীদের নিয়ে আগামী লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন আগামী লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিম আসনের প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেবকে সবচেয়ে বেশি ভোটে এই কেন্দ্র থেকে লিড দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে।এছাড়াও নির্বাচনী প্রচারে বিজেপি সহ শরিকদলদের পতাকা ব্যবহার করা, বিপ্লব কুমার দেবের মনোনয়নপত্র দাখিলকে কেন্দ্র করে প্রস্তুতি এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি। সভাতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুরের মন্ডল সভাপতি ধীরেন্দ্র দেবনাথ, লেকুঙ্গা বিএসি চেয়ারম্যান রণবীর দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। এলাকার প্রতিটি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট প্রচার করার সিদ্ধান্ত হয়।

উদ্ধার

● আটের পাতার পর

কাজ করত। তবে কেন হঠাৎ করে সে মৃত্যুর পথ বেছে নিল তা নিয়ে মানুষের মধ্যে প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছে।পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে মৃতদেহ ধর্মনগরের উত্তর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়।সেখানে ময়নাতদন্তের পর পরিবার পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে ধর্মনগর থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। তবে হঠাৎ করে রতন করের এই ধরনের মৃত্যু এলাকায় স্তব্ধতার বাতাবরণ সৃষ্টির করেছে।

জয় নিশ্চিত

● প্রথম পাতার পর

তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই সরকার মহিলাদের কথা চিন্তা করেছে, সরকারী চাকুরিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করেছে এই সরকার, মহিলাদের নিরাপত্তা প্রদান করার লক্ষ্যে সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত ৯টি থানা চালু করেছে। এছাড়াও রাম মন্দির ইস্যুতেও প্রধানমন্ত্রীর ভুয়শী প্রশংসা করেছেন তিনি।ধলাই জেলার অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী এদিন উত্তর জেলায় আয়োজিত সাংগঠনিক বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছেন। উত্তর জেলার ধর্মনগরে এদিন উত্তর জেলা ও উনকোটি জেলার ১১টি মণ্ডলের কার্যকর্তা ও পদাধিকারিদের নিয়ে পূর্ব ত্রিপুরা আসনের প্রার্থীর সমর্থনে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ধর্মনগরে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিরোধীরা সবসময় কটাক্ষ করে বলে কোথায় রাজ্যে হিরা মডেল? বিরোধীরা হিরা মডেল এর মানেই বুঝতে পারেনা তাই দেখতে পায় না। তিনি বলেন, ত্রিপুরা এই ন্যাশনাল হাইওয়ে, ভারতের মধ্যে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা , যেখানে স্ট্রং ইন্টারনেট পরিষেবা রয়েছে, বিভিন্ন এক্সপ্রেস ট্রেন এগুলি আগে কল্পনাই করা যেত না। তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চেয়েছেন, সংকল্প করেছেন তাই তা সম্ভব হয়েছে। সামনেই লোকসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনে রাজ্যের দুটি আসনেই বিজেপির জয় নিশ্চিত বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেছেন।এদিন এই দলীয় কর্মসূচীতে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক অমিত রক্ষিত, পূর্ব ত্রিপুরা আসনের প্রার্থী কীর্তি সিং দেববর্মা, মন্ত্রী টিংকু রায়, মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, সহ অন্যান্যরা।

জয়

● প্রথম পাতার পর

অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে এদিন।বারের নির্বাচনে সংবিধান বাঁচাও মঞ্চের জয় লাভের জন্য বিরোধীদল নেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক :** জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান :** নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস :** প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ :** পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ :** বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর** এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস :** রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন

● প্রথম পাতার পর

হয়ে ভূপতিত হয়েছে। রাতের আধারে এই ঘটনার অব্যহতি পর ফার্মের সমস্ত ছাগল উধাও। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা হয়েছে বলে জানান গৃহকর্তা। ইতিমধ্যেই ক্ষয়ক্ষতি নিরুপনে মহকুমা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন অনেকেই।অন্যদিকে, ঝড় এবং শিলা বৃষ্টিতে লন্ডভন্ড সোনামুড়া মহকুমাবিভিন্ন এলাকায়। শনিবার রাতে আচমকা শিলাবৃষ্টির সাথে শুরু হয় প্রবল ঝড় যার ফলে সোনামুড়া মহাকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকার জমির ফসল থেকে শুরু করে বৈদ্যুতিক লাইন সহ মানুষের বাড়ি ঘরের ব্যাপক ক্ষতি হয়।শনিবার রাতের এই প্রবল ঝড়ের ফলে সোনামুড়া মহকুমার বিভিন্ন এলাকার বৈদ্যুতিক খুঁটি ভেঙ্গে মাটিতে পড়ে যায়।আবার কোন কোন জায়গায় বৈদ্যুতিক তারে গাছ পড়ে বৈদ্যুতিক তার ছিড়ে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি হয়।তার পাশাপাশি অধিকাংশ বাড়ি ঘর ভেঙ্গে পড়েছে মাটিতে।ঠিক একই ভাবে মেলাঘর কলমক্ষেত গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডের মমতাজ মিয়া সহ উনার পরিবার যে ঘরে থাকেন সেই ঘরটি শনিবার রাতের প্রবল ঝরে উনার একমাত্র ঘরের ছাউনি উড়িয়ে নিয়ে যায় ঝড়ে। তবে এই পরিবারটি আগে থেকেই সাবধান থাকার কারণে পরিবারটির কোন শারীরিক ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। খবর পেয়ে রবিবার সকালে পঞ্চায়েত প্রতিনিধি সহ তহশীল দার ঘটনা পরিদর্শন করেন এবং তারা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি যাতে সরকারি সাহায্য সহযোগিতা পায় তার জন্য তারা সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে অবগত করবেন।শনিবার রাত তিনটা নাগাদ প্রবল শিলাবৃষ্টিতে দক্ষিণ জেলার ভারতচন্দ্র নগর ব্লক এলাকার উত্তর ভারতচন্দ্র নগর,মাইছড়া, চিত্তামারা, পাইখোলা, মান্দারিয়া, জয়নগর ও তৈছামা এলাকার বাড়ী ঘর , রাবার বাগান ও ফসলের ক্ষেতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এই খবর পেয়ে আজ সকালে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ছুটে যান বিধায়ক দীপংকর সেন, সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা সম্পাদক তাপস দত্ত, নির্মল ভৌমিক সহ বাম নেতারা। বিধায়ক দীপংকর সেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে দ্রুত ক্ষতিপূরণের ব্যবসা করতে বিলোনিয়া মহকুমা শাসক রিংকু লেথারের সঙ্গে কথা বলেন।দক্ষিণ জেলা আপদকালীন যোগাযোগ কেন্দ্র থেকে জানা গেছে সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত চিত্তামারা তহশীল এলাকায় ৫০০ টি, বড়পাথরী তহশীল এলাকায় ৬০০টি, দক্ষিন ভারতচন্দ্র নগর তহশীল এলাকায় ৩৫০ টি, মাইছড়া তহশীল এলাকায় ৪১ টি, রতনপুর তহশীল এলাকায় ৭ টি এবং রাজাপুর তহশীল এলাকায় ২ টি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। গতকাল গভীর রাতের আকস্মিক কালবৈশাখী ঝড়ে গোমতি জেলার বিভিন্ন এলাকায় বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে। রাস্তায় গাছপালা পড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেছে। গোমতী জেলাশাসক তড়িৎ কান্তি চাকমা জানান, জেলার বিশেষ করে অমরপুর , কিল্লা ,মাতাবাড়ি, কাকরাবণ সহ বিভিন্ন এলাকা অল্প বিস্তর ক্ষতি হয়েছে। অনেকের বাড়ি ঘর উপড়ে গেছে ন আজ সকালে জেলাশাসক মাতারবাড়ি এলাকার মন্ডল পড়া ও চন্দ্র সাগর এলাকা   পরিদর্শন করেন। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন শেষে জেলাশাসক জানান যাদের ক্ষতি হয়েছে প্রশাসনিক নিয়ম অনুযায়ী তাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যে সমস্ত এলাকায় গাছপালা পড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়েছিল সেগুলিও দ্রুততার সঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার টিম রাস্তাঘাট পরিষ্কার করে ফেলেছে। যদিও এই কারণে জেলার বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে । দ্রুততার সঙ্গে এগুলি ও সারাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

বাম-কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

জ্যোতীর্ময় সোম প্রমুখ। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী বাদল চৌধুরী বলেন দেশ এক ভয়াবহ ফেসিবাদী শক্তির চক্রান্তে আবদ্ধ। দেশের অর্জিত স্বাধীনতা আক্রান্ত। বিপন্ন গনতান্ত্রিক ব্যাবস্থা। এক সৈরতান্ত্রিক শাসনের দিকে দেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এই ভয়ানক বিপদকে এখনই রোখা না গেলে দেশের একতা সংহতি ধর্মনিরেপেক্ষতা সর্বপরি দেশের সংবিধানকে রক্ষা করা যাবেনা।মানুষের সাথে প্রতারনা করেছে বিজেপি আর এস এস। তিনি বলেন আমাদের রাজ্য সহ গোটা দেশে গনতন্ত্র আজ বিপন্ন। মানুষ তার সংবিধানিক অধিকার ভোগ করতে পারছেনা। কৃষ মরছে, কারখান শ্রমিক কাজ হারাচ্ছে, শিক্ষা স্বাস্থ কর্মসংস্থান মারাত্তক ভাবে ভেঙ্গে পরেছে। মানুষের কথা বলার অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। স্বাধীন সংস্থাগুলিকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যাবহার করছে আর এস এস, বিজেপি।সভায় পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী তথা কংগ্রেস নেতা আশিষ কুমার সাহা বলেন বিজেপি শাসনে ত্রিপুরা সহ দেশের মানুষ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সব দিকে আক্রান্ত। ধর্মনিরপেক্ষতা অহিংসা বিপন্ন এর থেকে মানুষ মুক্তি চায়। তিনি বলে আমাদের দেশে কোন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে সরকার চলছেনা, দেশে কর্পোরেটদের সরকার চলছে। দেশে আসন্ন লোকসভা নির্বাচন শুধু ক্ষমতা পরিবর্তনের লড়াইনা। এই লড়াই দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা ও সংবিধানকে বাঁচানোর লড়াই। তিনি বলেন দেশকে বাঁচানো গেলেই মতাদর্শ বাঁচবে, এই লড়াইয়ে তিনি সকল স্তরের মানুষকে সমবেত হতে আহ্বান করেন।

পর্যটনমন্ত্রীর পিতার প্রয়াণে শোক

● প্রথম পাতার পর

চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রয়াত হয়েছেন। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ সরকারের তরফে মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননাপ্রাপ্ত বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক শ্যামল চৌধুরী শিক্ষা সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের বিকাশে অবদানের জন্য বিশেষ সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মাননা সহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন তিনি।শ্যামল চৌধুরী ছাত্র জীবনে চট্টগ্রামে বাংলা ভাষা আন্দোলনে অংশ নেন। পরবর্তী সময়ে উদয়পুরে এসে বসতি স্থাপন করেন এবং তদানীন্তন বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা সুনীল কৃষ্ণ দাশের নেতৃত্বে সি,পি, আই,দলে যোগ দেন। দলের কৃষক ফ্রন্টের নেতা হিসেবে উদয়পুর মহকুমার পূর্ব গোকুলপুরে ভূমিহীনদের জন্য জমি দখল করার আন্দোলনে যোগ দেন। পরে অবশ্য তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গ ত্যাগ করে কংগ্রেস রাজনীতিতে অংশ নেন।সত্তরের দশকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও সি,পি, আই, দলের জোট ছিল। সেই সুবাদে বহু আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন শ্যামল চৌধুরী। শেষ বয়সে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করে লেখালেখি ও সামাজিক কাজে অংশ নেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় কৃষক ফ্রন্টের নেতা হিসেবে শ্যামল চৌধুরী উদয়পুরে শরনার্থীদের ত্রাণের কাজে এবং মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে মিছিল, সভা ইত্যাদিতে অংশ নেন।তিনি সাম্প্রতিক রাজনীতি ও সমাজনীতি নিয়ে বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। তাঁর কবিতা সংকলনও রয়েছে। ২০১৩ সালের ১ লা অক্টোবর ঢাকা বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ ও মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত থেকে মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা গ্রহণ করেন।ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক পত্রিকা জাগরণ"এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রয়াত জিতেন্দ্র চন্দ্র পালের নেতৃত্বে পরিবেশ দূষণ মুক্ত ত্রিপুরা ও ঐতিহ্য রক্ষার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই কাজ করে গেছেন। ৪০ তম আগরতলা বইমেলার সমাপ্তি দিনে সম্মাননা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে বিশেষ সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মাননা প্রদান করা হয় সাহিত্যিক শ্যামল চৌধুরীকে। তাঁর হাতে এই সম্মাননা তুলে দিয়েছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।তাঁর প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননাপ্রাপ্ত বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক তথা মন্ত্রী পরিষদে আমার সতীর্থ শ্রী সুশান্ত চৌধুরীর পিতা শ্যামল চৌধুরীর প্রয়ানে আমি গভীর ভাবে শোকাহত। তাঁর প্রয়ান রাজ্যের সাহিত্যমহলে এক বিশেষ ক্ষতি।এই শোকের সময়ে আমি তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি ও ঈশ্বরের নিকট তাঁর বিদেহী আত্মর পরমশান্তি কামনা করেছেন।তাঁর প্রয়াণে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব শোকপ্রকাশ করেছেন। এদিন তিনি বলেন, রাজ্য মন্ত্রীসভার সদস্য শ্রী সুশান্ত চৌধুরীর পিতার আকস্মিক প্রয়ানে আমি গভীর শোকাহত। মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননায় ভূষিত শ্যামল চৌধুরীর, রাজ্যের শিল্প সাহিত্য জগতে অবদান ছিল অগ্রণী। পরিবার পরিজন সহ অগণিত গুনমুগদ্ধদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন ন বিদেহী আত্মার সদগতি কামনা করেছেন।তাছাড়া, তাঁর প্রয়াণে বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, রাজ্যের বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা প্রাপক বিশিষ্ট গুনীজন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর পিতা শ্যামল চৌধুরীর প্রয়াণে আমি শোকাহত। আমি তার বিদেহী আত্মার সদগতি কামনা করি এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি ঈশ্বর যেন তার পরিজনদের শোক বহন করার শক্তি প্রদান করেন।কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য এবং আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন। এদিন প্রতিমা ভৌমিক বলেন, রাজ্য মন্ত্রীসভার সদস্য সুশান্ত চৌধুরীর পিতার আকস্মিক প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননায় ভূষিত শ্যামল চৌধুরীর, রাজ্যের শিল্প সাহিত্য জগতে অবদান ছিল অগ্রণী।

ফিরহাদের "চোর" মন্তব্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ পুর ইঞ্জিনিয়ারদের

কলকাতা, ২৪ মার্চ (হি.স.) : গার্ডেনরিচ কাণ্ডে মেয়রের মন্তব্যে তর্জা শুরু হয়েছে। তাঁদের রাজনৈতিক বলি করা হচ্ছে এই অভিযোগ তুললেন কলকাতা পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মীরা। শুক্রবার পুরভবনের সামনে প্রতিবাদ সভায় অভিযোগ উঠল এমনই।

মেয়রের আপত্তিকর মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এ দিন ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মীরা পুরভবনের পাশে পদযাত্রা করেন। তাঁদের মিছিলের সামনে বড় ব্যানারে লেখা ছিল 'গর্জে উঠুন'। মেয়র তাঁর আপত্তিজনক মন্তব্য অবিলম্বে প্রত্যাহার না করলে তাঁরা ধর্মঘটের পথে যেতে পারেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।তাঁদের অভিযোগ, 'এমনিতেই প্রয়োজনের তুলনায় দফতরে আধিকারিক ও কর্মী সংখ্যা অনেক কম। তারওপর বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ এলেও বহু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বাধা আসে। ফলে সব ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া যায় না। এটা পুর প্রশাসনের অজানা নয়। অথচ বেছে বেছে ইঞ্জিনিয়রদের বলির পাঁঠা করার চেষ্টা হচ্ছে।'প্রসঙ্গত, গাওর্ডেনরিচ কাণ্ডে ইতিমধ্যেই পুরসভার একজন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র, ১ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়র এবং একজন সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়রকে শোকজ করেছে পুরসভা। বদলি করা হয়েছে আরও চার ইঞ্জিনিয়রকে।বুধবার বিল্ডিং বিভাগের সব আধিকারিক এবং ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বসেছিলেন কলকাতার মেয়র। সূত্রে খবর, সেখানে এক সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়রকে ধমক দিয়ে ফিরহাদ বলেছিলেন, """হয় আপনি অপদার্থ, নয়তো চোর। পাশের আইনি বাড়িকে নোটিস দিলেন, আর বেআইনি নির্মাণ দেখতে পেলেন না? আপনার গাফিলতিতেই এত মৃত্যু!

টালিগঞ্জে যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রসঙ্গ অভিষেকের

পূর্ব বর্ধমান, ২৪ মার্চ (হি.স.) : টালিগঞ্জে যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রসঙ্গ নিয়ে শুক্রবার পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায় জনগর্জন সভায় রীতিমতো সরব হলেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।সিএএ ও এনআরসি নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধেতোপ দেগে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই অভিষেক বলেন, "গতকাল ৯৮ নম্বর ওয়ার্ড টালিগঞ্জে, ৩৩ বছরে একজন তরজাতা তরুণ কাগজ খুঁজে পাচ্ছে না বলে আতঙ্ক ভয়ে আত্মহত্যা করেছে, এনআরসি-র ভয়ে, সিএএ-র ভয়ে।"১০ মার্চ ব্রিগেডে জনগর্জন সভায় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে তৃণমূল। তারপর রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণে ইতিমধ্যে দলীয় প্রার্থীদের হয়ে প্রচারে নেমেছেন দলের 'সেনাপতি'। তৃণমূলের ঘোষিত তালিকায় নাম নেই গত লোকসভায় জেতা পাঁচ জন তৃণমূল সাংসদের। তার মধ্যে অন্যতম বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ সুনীল মণ্ডল। বদলে বর্ধমান পূর্ব লোকসভা আসনে টিকিট পান ডাঃ শর্মিলা সরকার। তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন বর্ধমান পূর্ব লোকসভার সাংসদ সুনীলবাবু। তৃণমূল থেকে আগেই তাঁকে সরিয়ে দেওয়া না হলে নাকি, তিনিও মারা যেতেন। এ রকম পরিস্থিতিতে শুক্রবার সেখানেই প্রচার করেন দলের 'সেনাপতি'।

বস্তা ভর্তি ইট পড়ে গুরুতর জখম এক শ্রমিক

বাঁকুড়া, ২৪ মার্চ (হি.স.): বহুতল নির্মাণের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিল বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে। শুক্রবার বিষ্ণুপুর শহরের উকিলপাড়া চিড়াকল সংলগ্ন এলাকায় আচমকাই নির্মীয়মান একটি বহুতল থেকে আছড়ে পড়ে বস্তা ভর্তি ইট। ইটের ঘায়ে গুরুতর জখম হন ওই বহুতলে কর্মরত এক শ্রমিক।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর শহরের উকিলপাড়া চিড়াকল সংলগ্ন এলাকায় একটি বহুতল নির্মাণের কাজ চালাচ্ছিলেন স্থানীয় এক প্রোমোটার। এই বহুতলের চার তলায় ইট নিয়ে যাওয়ার সময় আচমকাই ইট বোঝাই একটি বস্তা আছড়ে পড়ে বহুতলের পাশে থাকা রাস্তায়।সেসময় রাস্তা দিয়ে পারাপার করা দুই মহিলা অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেও নির্মাণের কাজে যুক্ত এক শ্রমিক আছড়ে পড়া ইটের ঘায়ে গুরুতর জখম হন। এরপরই কোনও রকম নিরাপত্তা ছাড়াই ওই বহুতল নির্মাণ করা হচ্ছে অভিযোগ তুলে সরব হন এলাকার মানুষ।বৈদ্যনাথ মান্ডি নামের ওই আহত শ্রমিককে তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয়েছে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে।এদিকে এই ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষ। তাঁদের দাবি, প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করেই রাস্তার ধারে ওই বহুতল নির্মাণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন স্থানীয় প্রোমোটার। নির্মাণের ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ম মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে।

নদীতে ভেসে গিয়েও প্রাণে বাঁচলেন মহিলা

উত্তর ২৪ পরগনা, ২২ মার্চ, (হি.স.): নদীতে ভেসে গিয়েও প্রাণে বাঁচলেন মহিলা। যদিও তাঁর নাম-পরিচয় এখনও জানা যায়নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়ে যায় বসিরহাটের ভবানীপুর এলাকায়।বসিরহাট মহকুমার বায়লানি ভবানীপুর দিয়ে বইছে ডাসা নদী। অন্যান্য দিনের মতোই শুক্রবার সকালে ওই নদী সংলগ্ন এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁরা দেখতে পান, নদীতে গাছের গুঁড়ির মতো কিছু একটা ভাসছে। তাঁদের মনে সন্দেহ দানা বাঁধে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাসতে ভাসতে নদীর পাড়ে এলে ভুল ভাঙে।

স্থানীয়রা বুঝতে পারেন, গাছের গুঁড়ি নয়, আদতে ভেসে আসছিল একজন। এদিকে ভিড় দেখতে পেয়ে কোনওরকমে হাত নাড়েন ওই মহিলা। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করা হয় স্থানীয়দের তরফে।এর পরই ওই মহিলাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় হাসপাতালে। তবে তার আগে নদীর পাড়েই তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। এর পর হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে ওই মহিলার।তবে ওই মহিলা কে বা, তিনি কীভাবে নদীতে পড়লেন? তা এখনও জানা যায়নি। তিনি সুস্থ হয়ে গোটা বিষয়টা জানান যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। খোঁজ চলছে মহিলার পরিবারের সদস্যদের।

বিপ্লব

● প্রথম পাতার পর

বিপ্লব কুমার দেব বিরোধীদের আক্রমন করে বলেন, "জিতেন্দ্র চৌধুরী বিরোধী দলনেতা হয়েছেন আমাদের দয়ার কারণে, আর সাব্রুম থেকে বিধানসভা নির্বাচনে জিতেছেন প্রদ্যুত কিশোরের দয়ার কারণে।" তিনি আরো বলেন, ২০১৮ সালের আগে ত্রিপুরায় কংগ্রেস বনাম সিপিআইএম ছিল। কিন্তু এখন তারা বন্ধু। একজোটে লড়াই করছে। তারা অতীত ভুলে গেছে। তিনি এদিন বলেন, ২০১৮ সালের আগে সিপিআইএম আর কংগ্রেস একে অপরের শত্রু ছিল। কিন্তু আজ তা মিতালীতে পরিণত হয়েছে। বিপ্লব কুমার দেব বলেন ত্রিপুরার মানুষকে আর বোকা বানানো সম্ভব নয়, মানুষ জানে, কোনটা সঠিক, তাই আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির জয় নিশ্চিত বলেই জানালেন প্রার্থী।

মহাপরিচালক

● প্রথম পাতার পর

পোস্ট পরিদর্শন করেন যেখানে তিনি অপারেশনাল প্রস্তুতি পর্যালোচনা করেন এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজের স্টক নেন।

পাশাপাশি তিনি আইসিপি শ্রীমন্তপুরও পরিদর্শন করেন, যেখানে তিনি ডেপুটি রিজিয়ন কমান্ডার, সরাইল এবং বিজিবি অফিসারদের সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি আইসিপি আগরতলা এবং আইআরপিটি নিশ্চিন্তপুরের কার্যক্রমও পর্যালোচনা করেন। শালবাগানস্থিত বিএসএফ সদর দপ্তরে প্রহরী সম্মেলনে বক্তব্য রেখে তিনি সফর শেষ করেন।

মালদায় লরির পিছনে ধাক্কা গাড়ির; মৃত্যু ৩ জনের, রাতেই হাসপাতালে মন্ত্রী সাবিনা

মালদা, ২৪ মার্চ (হি.স.): মালদায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরির পিছনে ধাক্কা মাদল একটি গাড়ি। ওই গাড়িতে ছিলেন ৩ জন। ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। মৃতেরা হলেন লিয়াকত শেখ (৩৪), একরাম শেখ (৬১) এবং সঞ্জয় মণ্ডল (৩৪)। প্রত্যেকেই মোথাবাড়ি থানা এলাকার বাসিন্দা। এক জন বিরামপুর, এক জন গঙ্গাপ্রসাদ এবং এক জন রথবাড়ি থেকে এসেছিলেন। রাতে কোনও বিশেষ কাজে মোথাবাড়ি থেকে পুরনো মালদার দিকে যাচ্ছিলেন তাঁরা। পথে নিয়ন্ত্রণ হারায় তাঁদের গাড়ি। লরির চালক পলাতক। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে মালদা মেডিক্যাল কলেজে মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তদন্তের নির্দেশও দিয়েছেন তিনি।

মালদার ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত যদুপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাইপাস রোড এলাকার ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, শনিবার গভীর রাতে রাস্তার ধারে গ্যাস ট্যাঙ্কার লরিটি দাঁড়িয়ে ছিল। পিছন থেকে আসছিল চার চাকার একটি গাড়ি। কোনও কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি ওই লরির পিছনে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার অভিঘাতে গাড়ির সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই গাড়িতে থাকা ৩ জনের মৃত্যু হয়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশের খবর দেন, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা ৩ জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন।

দোলের দিন বিলম্বে চলবে কলকাতা মেট্রো, শেষের সময় থাকছে অপরিবর্তিত

কলকাতা, ২৪ মার্চ (হি.স.): দোলের দিন বিলম্বে শুরু হবে কলকাতা মেট্রো পরিষেবা। তবে শেষ মেট্রোর সময়ের কোনও পরিবর্তন করা হচ্ছে না। সোমবার অর্থাৎ ২৫ মার্চ পশ্চিমবঙ্গে পালিত হবে দোলযাত্রা। ওই দিন কলকাতা মেট্রোর উত্তর-দক্ষিণ শাখায় প্রথম মেট্রো ছাড়বে দুপুর আড়াইটে নাগাদ। দক্ষিণেশ্বর, দমদম এবং কবি সুভাষ স্টেশন থেকে সোমবার প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে ওই সময়ে। তবে প্রথম মেট্রোর সময় বদলালেও রাতের শেষ মেট্রোর সময় বদলাচ্ছে না।

দোলের দিন, সোমবার দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ যাওয়ার শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ৯টা ২৮ মিনিটে। দমদম থেকে কবি সুভাষের শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ৯টা ৪০ মিনিটে। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার শেষ মেট্রোও ছাড়বে ওই একই সময়ে। তবে কলকাতা মেট্রোর বাকি শাখা শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক, এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত পরিষেবা নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলেই জানিয়েছেন মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

লেহ-তে জওয়ানদের সঙ্গে রঙের উৎসবে মাতবেন রাজনাথ

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ (হি.স.): সিয়াচেনে প্রতিকূল আবহাওয়া, তাই সিয়াচেনের পরিবর্তে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখের লেহ-তে হোলি উৎসবে সামিল হবেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং লেহ-তে সশস্ত্র বাহিনীর কর্মীদের সঙ্গে হোলি উদযাপন করবেন। রবিবার সকালেই দিল্লি থেকে সিয়াচেনের উদ্দেশ্যে রওনা হন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং।

কিন্তু, পরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সিয়াচেনে খারাপ আবহাওয়ার কারণে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সফরে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এখন তিনি লেহ-তে সশস্ত্র বাহিনীর কর্মীদের সঙ্গে হোলি উদযাপন করবেন।

অরবিন্দ কেজরিওয়াল সমস্ত নৈতিকতা হারিয়ে ফেলেছেন : গিরিরাজ সিং

বেগুসরাই, ২৪ মার্চ (হি.স.): দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে ফের তোপ দাগলেন বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। তিনি বলেছেন, 'অরবিন্দ কেজরিওয়াল সমস্ত নৈতিকতা হারিয়ে ফেলেছেন। আন্না হাজারের সঙ্গে আন্দোলন করার সময় তিনি নৈতিকতাকে কাঁদাতেন, এবং এখন তিনি বলছেন এমন কোনও আইন নেই যা তাঁকে জেল থেকে সরকার চালাতে নিষেধ করে।... হেমন্ত সোরেনের কাছ থেকে তাঁর শিক্ষা নেওয়া উচিত।'

উল্লেখ্য, জেল থেকেই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকার চালাবেন তা আগেই ঘোষণা করেছিল আম আদমি পার্টি (আপ)। আবগারি মামলায় ইডির হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর দিল্লির মন্ত্রী অতিশী মারলেনা দাবি করেছিলেন, কোনও মতেই মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেবেন না কেজরিওয়াল। সেই মতোই রবিবার ইডি হেফাজতে বসেই সরকারি কাজ সারলেন তিনি। ইডি হেফাজতে বসে প্রথম নির্দেশ জারি করলেন তিনি জল দফতরকে একটি আদেশ জারি করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। ভারতের ইতিহাসে এমন ঘটনা প্রথম।

শিলিগুড়িতে পুলিশকে হেনস্থা মদ্যপ যুবকদের পাকড়াও ৩ অভিযুক্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ (হি.স.): শিলিগুড়িতে পুলিশকে হেনস্থার অভিযোগ উঠল মদ্যপ যুবকদের বিরুদ্ধে। শনিবার রাত ১টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির জলপাইমোড়ের বিবাদি চকের কাছে। অভিযোগ, গতকাল রাতে বিবাদি চক এলাকায় একটি ছোট গাড়ির ভেতরে বসে কয়েকজন যুবক মদ্যপান করছিল। সেই সময় শহরে পুলিশের ভ্যান টহলদারি দিচ্ছিল।ওই যুবকদের বাধা দিতে গেলে কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকদের ধাক্কাধাক্কি শুরু করে দেয় ওই মদ্যপ যুবকেরা। খবর পেয়ে শিলিগুড়ি থানা থেকে ৫টি পুলিশের ভ্যান দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। এরপরই ৩ যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। পাশাপাশি, ছোট গাড়িটিকেও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

মনোজ টিগ্গার মন্তব্যে বিতর্ক, সরব তৃণমূল

আলিপুরদুয়ার, ২৪ মার্চ (হি. স.): লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি এ রাজ্যে ২৫টির বেশি আসন পেলে ২০২৬ এর আগেই বিজেপি রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে ফেলে দেবে। আলিপুরদুয়ারের বিজেপি প্রার্থী তথা বিধানসভায় বিজেপির মুখ্য সচেতক মনোজ টিগ্গা এমন মন্তব্য করলেন। আর সেই মন্তব্য ঘিরে ছড়াল বিতর্ক। টিগ্গার এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে কড়া আক্রমণ শানিয়েছে তৃণমূল।তৃণমূল নেতা তথা শিলিগুড়ি পুরসভার মেয়র গৌতম দেব পাল্টা বলেন, "আলিপুরদুয়ারের মনোজ টিগ্গা আসলে সংবিধানের নিয়ম জানেন না। সে জন্যই এমন অবাস্তব কথা বলছেন। আসলে এ বারের নির্বাচনে অনেক ভোটে হারবেন বুঝেই তাঁর মুখে এমন কথা শোনা যাচ্ছে।"

াঙ্গন

সিনিয়র মহিলা আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেটে জুটমিলকে হারিয়ে ব্লাডমাউথ চ্যাম্পিয়ান

ব্লাডমাউথ-১২৮/৫ জুটমিল সি সি-৭৪

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আত্মপ্রকাশেই চমক। আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেটে সেরার সম্মান পেলো ব্লাডমাউথ ক্লাব। রবিবার খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচে ব্লাডমাউথ ক্লাব ৫৪ রানে পরাজিত করে জুটমিল কোচিং সেন্টারকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মবলক টি-২০ ক্রিকেটে। এদিন এম বি বি স্টেডিয়ামে হয় ফাইনাল ম্যাচটি। ঋজু সাহা-র দায়িত্বশীল ব্যাটিং এবং প্রীয়া ত্রিপুরা দুরন্ত বোলিংয়ে খেতাব জয় করে ব্লাডমাউথ ক্লাব। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ব্লাডমাউথ ক্লাব নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেটে হারিয়ে ১২৮ রান করে। দলের পক্ষে দলনায়িকা ঋজু সাহা ৩২ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০ (অপ:), অম্বিকা দেবনাথ ৩৮ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮, অনামিকা দাস ৩৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮ এবং অম্বেষা দাস ৭ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। জুটমিল সি সি-র নিকিতা সরকার ১৭ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে ব্লাডমাউথের বোলারদের আটোসাটো বোলিংয়ে মাত্র ৭৪ রান করতে সক্ষম হয় জুটমিল সি সি। দলের পক্ষে কার্যত একা লড়াই করেন ইন্দ্ররাণী জমাতিয়া। ইন্দ্ররাণী ২৯ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২ রান করেন।

এছাড়া দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান রংখে দাড়াতে পারেননি। ব্লাডমাউথের পক্ষে প্রীয়া ত্রিপুরা ১৮ রানে ৩ টি এবং অম্বেষা দাস ১৬ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন।

আন্ত: মেট্রিক্স দাবা প্রতিযোগিতায় প্রবজ্যোত ভট্টাচার্য, সঙ্গীত দাস সেরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আন্ত: মেট্রিক্স দাবা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হলো সঙ্গীত দাস (১৫৯৬) এবং প্রবজ্যোত ভট্টাচার্য। রবিবার দোল পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে কৃষ্ণনগর মেট্রিক্স চেস আকাদেমিতে অনুষ্ঠিত হয় একদিনের আসর। তাতে আকাদেমির আগরতলা, উদয়পুর শাখার ৪০ জন দাবাড়ু অংশ নিয়েছিলেন। ৫ রাউন্ডের আসর হয় দু-বিভাগে। বিকেল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স এবং ফিটনেস অ্যাসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ গোবিন্দ সাহা, রাজ্যের বিশিষ্ট চিকিৎসক দেবদুলাল দাস, মেট্রিক্স চেস আকাদেমির পেট্রণ প্রবোধ রঞ্জন দত্ত এবং কোচ কিরীটী দত্ত। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স এবং ফিটনেস অ্যাসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ গোবিন্দ সাহা বলেন, 'ত্রিপুরার দাবার প্রসারে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিশ্বাস করি ওই আকাদেমি আগামীদিনেও এভাবে কাজ করে যাবে। এবং নতুন নতুন প্রতিভা তুলে ধরবে'। আগামীদিনেও মেট্রিক্সের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। পাশাপাশি যে সকল দাবাড়ু এদিন পুরস্কার পায়নি তাদের ভেঙ্গে না পড়ে আগামীদিনের জন্য তৈরী হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স এবং ফিটনেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তনয় দাস ব্যাক্তিগত কাজের জন্য পুরস্কার বিতরণী অনুষ্টানে উপস্থিত থাকতে না পারলেও বিজয়ী দাবাড়ুদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। আসরে অনূর্ধ-৭ বিভাগে ৫ রাউন্ডে পুরো ৫ পয়েন্ট পেয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন প্রবজ্যোত ভট্টাচার্য। ৪ পয়েন্ট পেয়ে ভোকলসে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হয়েছে উদয়পুর শাখার রুদরাজ দাস, আগরতলা শাখার অয়নজিৎ নাগ,৩ পয়েন্ট পেয়ে চতুর্থ এবং পঞ্চম স্থান দখল করে তেজশ্বিনী পোদ্দার এবং আদ্বিত মজুমদার। উন্মুক্ত বিভাগে ৫ রাউন্ডে ৪ পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষে ছিলেন ৪ জন। পরে ভোকলসে প্রথম ৪ টি স্থান দখল করে যথাক্রমে সঙ্গীত দাস (১৫৯৬), অন্তরীপ আচারিয়া (১৪৫৩), রুদ্রনীল দেবনাথ (১৪১৯) এবং রুদ্র মজুমদার। ৩ পয়েন্ট পেয়ে পঞ্চম স্থান দখল করেন উদয়পুর শাখার সুদীপ্ত রায়। বিজয়ীদের পুরস্কার দেওয়ার পাশাপাশি আসরে অংশ নেওয়া সকল দাবাড়ুদের মেডেল দেওয়া হয়। আসর সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন কোচ কিরীটী দত্ত।

অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেটে কো: ফাইনালের লাইন আপ চূড়ান্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেটে কোয়ার্টার ফাইনালের লাইন আপ চূড়ান্ত। চারটি গ্রুপে বিভাজিত ১৯ টি দল থেকে আটটি দল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে। চারটি গ্রুপ থেকে চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স হয়ে মোট আটটি দল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলে বিজয়ী হয়ে সেমিফাইনালে উন্নীত হবে। ২৭ মার্চ পঞ্চায়েত মাঠে প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে এ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন সদর বি খেলবে ডি গ্রুপ রানার্স শান্তিরবাজার এর বিরুদ্ধে। ওইদিন নীপকো মাঠে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে গ্রুপ বি চ্যাম্পিয়ন সদর এ খেলবে গ্রুপ সি রানার্স কৈলাশহর এর বিরুদ্ধে। ২৮ মার্চ পঞ্চায়েত মাঠে তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে সি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ধর্মনগর খেলবে বি গ্রুপ রানার্স বিশালগড় এর বিরুদ্ধে। ওইদিন নীপকো মাঠে চতুর্থ সেমিফাইনালে গ্রুপ ডি চ্যাম্পিয়ন উদয়পুর খেলবে গ্রুপ এ রানার্স খোয়াই এর বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য আজ রবিবার লীগ পর্যায়ের ম্যাচে গ্রুপ ডি-র খেলায় উদয়পুর ১০ উইকেটে অমরপুর কে পরাজিত করে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। নীপকো মাঠে গ্রুপে এ-র খেলায় সদর বি ১৫৬ রানে জিরানিয়া কে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে প্রবেশ করেছে।

জাতীয় প্যারা অলিম্পিক সাঁতার গোয়ালিয়রে, রাজ্যদল ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্যারা অলিম্পিক জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় এবারও ত্রিপুরা দল অংশ নিতে যাচ্ছে। রাজ্য দল ইতোমধ্যে নির্বাচিত করা হয়েছে। প্যারা অলিম্পিক কমিটি অফ ইন্ডিয়া আয়োজিত ২৩তম জাতীয় প্যারা সুইমিং চ্যাম্পিয়নশিপ আগামী ২৯ থেকে ৩১ মার্চ পাঞ্জাবের গোয়ালিয়রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

পূর্ব নির্ধারিত সুচি অনুযায়ী এই প্রতিযোগিতা ২০ থেকে ২২ মার্চ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও নির্বাচনী নির্ঘণ্ট সহ অনিবার্য কারণে তা ১০ দিন পিছিয়ে করতে হচ্ছে। ত্রিপুরা দলের হয়ে যারা অংশ নেবে সমীর বর্মন, বিনীত রায়, বিপুল দাস ও অভিজিৎ দেব চারজন সাঁতারু বিশিষ্ট রাজ্য দলে কোচ হিসেবে যাবেন দীপক দাস। রাজ্য সংস্থার পক্ষ থেকে সাঁতারুদের সাফল্য কামনা করে একইসঙ্গে সকলকে শুভেচ্ছাও জানানো হচ্ছে।

৩য় নর্থইস্ট গেমস : পদক তালিকা

রাজ্য	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট
মনিপুর	৫২	৩৮	৪০	১৩০
নাগাল্যান্ড	৪৮	৪২	৪৪	১৩৪
আসাম	৪৩	৪৪	৫৩	১৪০
মিজোরাম	১৬	১৫	২৭	৫৮
অ: প্রদেশ	০৮	১২	২৭	৪৭
সিকিম	০৫	০৭	১৯	৩১
মেঘালয়	০২	১২	৪১	৫৫
ত্রিপুরা	০১	০৪	১১	১৬

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

টিবি রোগ নির্মুলের জন্যে সমাজের সব অংশের মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন ঃ রাজ্যপাল

আগরতলা, ২৪ মার্চ।। বিশ্ব টিবি দিবস উদযাপন উপলক্ষে আজ সকালে রাজভবনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি-নাল্লু টিবি সম্পর্কে আরও সচেতনতা গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, সমাজ থেকে টিবি রোগ নির্মুলের জন্যে সমাজের সব অংশের মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল টিবি মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার উপর উপস্থিত সকলকে শপথ বাক্য পাঠ করান। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন স্টেট টিবি অফিসার ডা. নুপুর দেববর্মা।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল হেলথ মিশনের মিশন ডিরেক্টর বিনয় ভূষণ দাস। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল টিবি আক্রান্ত ২ জন রোগীর মধ্যে ফুড বাস্কেট বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের সচিব ইউ কে চাকমা, রাজ্যপালের উপসচিব রতন ভৌমিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ছুটি ও শুভেচ্ছা

দোল পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে জাগরণ ও রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কাসের সমস্ত বিভাগ সোমবার বন্ধ থাকবে।

বুধবার পত্রিকা যথারীতি প্রকাশিত হবে।

কর্মাধ্যক্ষ

মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ মার্চ।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের শিববাড়ি এলাকায় এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।ঘটনার বিবরণে জানা যায়, রবিবার দুপুরে ধর্মনগরের শিববাড়ির ৭ নং ওয়ার্ডে রতন করকে ডাকতে গেলে ঘরের মধ্যে গামছা দিয়ে ঝোলানো তার মৃতদেহ দেখতে পেয়ে এলাকা জুড়ে স্তব্ধতা নেমে এসেছে। জানা গেছে রবিবার সকালে রতন কর নাকি মোটরস্ট্যান্ড এলাকা ঘুরে গেছে বলে অনেকে দেখতে পেয়েছে। সে পেশায় একটি কাপড়ের দোকানের কর্মচারী হিসেবে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দূর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি থেকে গাঁজা উদ্ধার পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া , ২৪ শেষ মার্চ।। পুলিশের নাকা পেরিয়ে বিলোনিয়া শহরে ঢুকছে নেশা সামগ্রী। পুলিশের নাকা পয়েন্ট থাকা সত্ত্বেও কি করে নেশাসামগ্রী শহরের উপকণ্ঠে প্রবেশ করে এই নিয়ে জনমনে চাঞ্চল্য।

লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার তাগিদে বিলোনিয়া মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় নাকা পয়েন্ট বসায় পুলিশ প্রশাসন। এই নাকা পয়েন্টে রয়েছে পুলিশ প্রশাসনের নজরদারি ব্যাবস্থা। তারপরেও নেশা কারবারিরা কি করে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে অনায়াসে নাকা পয়েন্ট দিয়ে নেশা সামগ্রী আনতে সক্ষম হচ্ছে প্রশ্ন চিহ্ন রয়ে যাচ্ছে।

যেখানে অনায়াসে নেশা সামগ্রী ঢুকে যাচ্ছে সেখানে তো আগ্নেয় অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করা কোন ব্যাপারই না এমনটাই মনে করছে জনগণ। এছাড়া সাধারণ জনগণকে নাকা পয়েন্ট দিয়ে হয়রানি শিকার হতে হচ্ছে। এরফলে পুলিশের দায়িত্ব কর্তব্য নিয়ে অভিযোগ উঠছে।

রবিবার সকালে তিন লক্ষ টাকার গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে খানে খানে এই নাকা পয়েন্ট কাদের জন্য। এই গাঁজা পুলিশ উদ্ধার করতে পারতো না যদি দূর্ঘটনার ঘটনা না ঘটতো।

বিলোনিয়া থানাধীন সাতমুড়া এলাকার ব্রিজ চৌমুহনী এলাকায় গাজা বোঝাই অল্ট্রো গাড়ীটি দুর্ঘটনা কবলে পড়ার পর গাজাগুলি উদ্ধার হয় , আনুমানিক ৫৩ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়, জানা যায়, বিলোনিয়া নদীর উত্তর পাড় থেকে টিআর০৩এন০৪৭৮ এই নম্বরের অল্ট্রো গাড়ি দ্রুতগতিতে আসার সময় ব্রীজ চৌমুহনী এলাকায় ইলেকট্রনিক অটো রিস্কার সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে।

এই সংঘর্ষের পরেই অল্ট্রোর মধ্যে দুটি গাঁজার বস্তা দেখে উপস্থিত জনতার চক্ষু চরক গাছ। এরপর খবর দেওয়া হয় বিলোনিয়া থানাতে। পুলিশ গাঁজার বস্তা দুইটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় থানাতে। এইদিকে সংঘর্ষের ফলে অটোরিকশাতে থাকা তিনজন যাত্রী আহত হয়। আহতদের নিয়ে আসা হয় বিলোনিয়া হাসপাতালে।

আহতরা বর্তমানে বিলোনিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সুত্রে জানা যায় উদ্ধার হওয়া গাঁজা রাজনগর থেকে আসে। এই দিকে অল্ট্রো গাড়ির চালককে এলাকার জনগণ আটক করলেও অদৃশ্য শক্তির কারনে ছেড়ে দেওয়া হয়। নাকা পয়েন্টে সাধারণ জনগণ যেখানে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে।

লরির ধাক্কায় মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ: রবিবার এক ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারালেন এক তরুণ। তার নাম জয়দ্বীপ দাস, জানা গেছে সে এল আই সি এর এজেন্ট হিসেবে কাজ করত।আজ সকালে আগরতলার রাজধানী হোটেল সংলগ্ন এলাকায় একটি মালবাহী গাড়ি তাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়ে ওই তরুণ যুবক।প্রতক্ষ্যদর্শীরা তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেছে। এদিকে ঘটনার খবর পেয়েই মৃতের মা হাসপাতালে গিয়ে ছেলের নিথর দেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।এখন ঘাতক গাড়িটিকে পুলিশ খুঁজে পায় কিনা সেটাই দেখার। দিনের আলোয় শহরের প্রাণকেন্দ্রে একটি গাড়ি পথচারিকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে কিভাবে পালিয়ে যায় সেটাই প্রশ্ন সাধারন মানুষের মধ্যে।

ফুল চাষ করে সাফল্যের মুখ দেখলেন রাজেশ দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ মার্চ।। সরকারী চাকরিমুখী না হয়ে থেকে একটু চেষ্টা করলে কৃষির সাহায্যে নিজেকে স্বাবলম্বী করে তোলা যায়। তার জন্য একাগ্রতাটাই হলো মুখ্য। এমনি জানালেন উত্তর জেলার তথা পানিসাগরের একজন অন্যতম সফল ফুলচাষি রাজেশ দাস।

বর্তমানে উনার চাষে উৎপাদিত বিভিন্ন প্রজাতির ফুল আসামের কাছাড় জেলা থেকে শুরু করে রাজধানী আগরতলা পর্যন্ত বাজারজাত হচ্ছে। তবে শুধু ফুল নয়। রাজেশ দাস ও রত্নদীপ দাস দুজনে মিলে প্রায় কুড়ি কানি জায়গাতে ফুলের সাথে সাথে নানারকম সবজি চাষের মাধ্যমে প্রতি মাসে ৫০ হাজারেরও বেশি টাকা কামাই করছেন।

জানা গেছে, ২০১০ সালে তারা ফুলচাষ শুরু করেছেন। প্রথমে গাঁদা ফুলের চাষ শুরু হয়েছিল। সে সময় ফুলের চাহিদাও এমনটা ছিল না। তথাপি ফুলচাষে তার খানিক উৎসাহ দেখে ২০১২ সালে দপ্তর থেকে উনাকে একটি প্রটেক্টেড স্ট্রাকচার প্রদান করা হয়।

গাঁদা ফুল চাষের সাথে সাথে প্রটেক্টেড স্ট্রাকচারে জারবেরা ফুলের চাষ শুরু করেন তিনি। তাতে বিশাল সফলতা আসে। ফুলের চাহিদা বাড়ায় বর্তমানে চন্দ্রমল্লিকা, রজনীগন্ধা সহ নানা ফুলের চাষ করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।ইদানীং বেশ কয়েক বছর যাবৎ লক্ষ্য করা গেছে উত্তর জেলা সহ পার্শবর্তী রাজ্য আসামেও ফুলের ব্যাপক চাহিদা বেড়েছে। তাই ফুলের বাজার এখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ায় বর্তমানে চাহিদা অনুযায়ী ফুলের জোগান দেওয়াটা তার একার পক্ষে মুশকিল হয়ে পড়েছে বলে জানান তিনি।উনার সফলতায় উৎসাহিত হয়ে উনার আশেপাশে আরও অনেকেই বর্তমানে ফুলের চাষ শুরু করেছে। তাই উনি ফুলের বাজারে ফুলের চাহিদা অনুযায়ী জোগান দিতে না পারলে আশপাশের ফুলচাষিদের কাছ থেকেও ফুল সংগ্রহ করে গ্রাহকদের কাছে পাঠান। প্রতিদিন উনার জমিতে উৎপাদিত গাঁদা, জারবেরা, বিভিন্ন রংয়ের চন্দ্রমল্লিকা, রজনীগন্ধা, লেডিউলাস ফুল যাচ্ছে আগরতলায়, যাচ্ছে বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জ ও শিলচরে।

পর পর চুরির ঘটনায় অতিষ্ঠ বিশালগড়বাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৪ মার্চ।। বিশালগড়ের চুরির ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। অফিস টিলা এলাকায় পরপর দুইটি দোকানে চুরি হয়েছে। চোর দোকান ঘরের সামনে দিয়ে তালা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে গ্যারেজের যন্ত্রাংশ সহ অন্যান্য লোহার সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায়। পরপর দুইটি দোকানে একই কায়দায় চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ।

ক্ষতিগ্রস্ত দুই মালিকের নাম উত্তম পাল এবং সোনাই সাহা। উত্তম পালের গ্যারেজ এবং সোনাই সাহার ভাঙ্গারার দোকানে চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ। সকালে দোকান খুলতে গিয়ে তারা চুরির ঘটনা টের পান। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ এই বাজারে গত দুই মাসে সাত থেকে আটবার চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরের উপদ্রবে আতঙ্কে রয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী মহল।

পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানোর পরও বিশালগড় থানার পুলিশ ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা প্রদানে তেমন কোন ভূমিকা গ্রহণ করছে না। ব্যবসায়ী মহলের আরও অভিযোগ পুলিশের সাথে গোপন লেনদেনের ভিত্তিতে এলাকাতে মাদক কারবারিদের জম্পেশ ব্যবসা চলছে।

মাদক কারবারীদের মাধ্যমে হাতের নাগালে ব্রাউন সুগার এবং নেশার ট্যাবলেট পেয়ে নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে স্থানীয় যুবকদের একাংশ। অভিযোগ নেশায় আসক্ত যুবকরা সহজে টাকার ব্যবস্থা করতে এলাকাতে চুরি শুরু করেছেন। বাজারে পরপর চুরির ঘটনাতে নেশাগ্রস্থদের একাংশ জড়িত বলে ব্যবসায়ীদের সন্দেহ।

দক্ষিণ জেলা প্রশাসন ও ত্রিপুরা পুলিশের যৌথ উদ্যোগে রান ফর নেশা মুক্তি কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৪ মার্চ।। সারা পৃথিবীর একটা অংশ নেশার করাল গ্রাসে, যার সিংহ ভাগ হচ্ছে যুব সমাজ। যুব সমাজ দেশ গড়ার কারিগর কিন্তু কারিগররাই যখন নেশাতে আচ্ছন হয়ে থাকবেন তাহলে দেশ এগোবে কিভাবে। যুব সমাজকে রক্ষা করতে হবে, কিভাবে??? প্রথমত যুব সমাজকে ময়দান মুখি করতে হবে, সমাজ গড়ার কাজে অংশীদার করতে হবে, সামাজিক কাজে বেশি বেশি কোরে অংশগ্রহণ করাতে হবে, তাঁদের যেকোনো কাজকে উৎসাহ জোগাতে হবে,আর এগুলি যদি করানো যায় তাহলে নেশা মুক্তি সম্ভব।

আজ দক্ষিণ জেলা প্রশাসন ও ত্রিপুরা পুলিশের যৌথ উদ্যোগে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভোটারদের ময়দানমুখী করার জন্য রান ফর নেশা মুক্তি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

যেখানে দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক ও পুলিশ সুপার সমেত জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিক সমেত বি এস এফ, টি এস আর, ত্রিপুরা পুলিশ, এন সি সি, ও সিভিক ভলন্টেয়ার্সরা উপস্থিত ছিলেন। রান ফর নেশা মুক্তি উপলক্ষে মোট পাঁচ কিলোমিটার দৌরের ব্যবস্থা করা হয়। দৌড় শুরু হয় বি কে আই কর্নার থেকে শেষ হয় ঝড় ঝরিতে এসে।

পাঁচ কিলোমিটার মেরাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও মহিলা দুটি বিভাগে একই সাথে দৌড় শুরু হয়। দুটি বিভাগে মেরাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে থেকে তিনজন, তিনজন কোরে ছয় জনকে পুরস্কৃত কোরে তাঁদের হাতে ট্রফী তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি তিনজনকে দেওয়া হয় শান্তনা পুরস্কার। পুরস্কার গুলি তুলে দেন জেলা শাসক পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ও ওসি বিলোনিয়া থানা।রান ফর নেশা মুক্তি দৌড় প্রতিযোগিতায় জেলা শাসক সির্ধাথ শিব জয়স্বাল সমেত পুলিশ সুপার অশোক কুমার সিনহা ও অন্য উচ্চ পদস্থ অধিকারক গণ।

৯ টি মহিষ বোঝাই গাড়ি সহ ২ পাচারকারী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ মার্চ।। ধর্মনগরের আনন্দবাজারের এসপিও নাকা চেকিং পয়েন্টে রবিবার ভোর রাতে দুটি পিকআপ ভ্যান গাড়ি আটক করে নয়টি মহিশষহ দুই পাচারকারীকে আটক করেছে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। মহিষগুলি বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। প্রতিনিয়তই এ ধরনের ঘটনা ঘটে চলেছে বলেও জানা গেছে।

লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং নাকা পয়েন্টগুলিতে চেকিং জোরদার হলেও গরু মহিষ পাচারকারীদের অর্থাৎ বাংলাদেশে পাচার বাণিজ্যকারীদের পাচার কাজ অব্যাহত রয়েছে।

এত নিরাপত্তার মধ্যে কেমন করে পাচার বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন দেখা দিলেও পাচার বাণিজ্যকারীরা খুবই সরল পন্থা অবলম্বন করে কাজ করে চলেছে। পাচার বাণিজ্য যে অব্যাহত রয়েছে তা বোঝা গেল রবিবার ভোররাতে ধর্মনগরের আনন্দবাজারের এসপিও নাকা চেকিং পয়েন্টের যখন দুটি পিকআপ গাড়িতে মোট নয়টি মহিষ ধরা পড়ল। টিআর০৫সি১৬১৮ এবং টিআর০৫এফ১৯৯৭ নম্বরের দুটি পিকআপ গাড়ি ধর্মনগর থেকে কৈলাসহরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল।

এসপিও ক্যাম্পের সামনে নাকা পয়েন্টে গাড়ি দুটিকে থামিয়ে সন্দেহজনক অবস্থায় চেকিং করতে গেলে দুটি গাড়ি থেকে মোট নয়টি মহিষ এবং দুজনকে আটক করা হয়।যাদেরকে আটক করা হয়েছে তারা হল, রাজিব উদ্দিন বয়স(১৯), বাড়ি রামনগর ৪ নং ওয়ার্ড এবং পার্থসারথি দাস(২৩) বাড়ি দেওছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ড। দুজনই পানিসাগর মহকুমাধীন এলাকার বাসিন্দা। দুটি গাড়ি, দুই যুবক এবং নয়টি মহিষকে আটক করে ধর্মনগর থানায় আনা হয়েছে। পুলিশ এর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে জানিয়েছে।

ফের হেরোইন সহ এক নেশা কারবারি পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ মার্চ।। নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে আবারো সাফল্য পেল দামছড়া থানার পুলিশ। ওসির চেয়ারে বসার দুই মাসের মাথায় একের পর এক নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে সুনাম অর্জন করে চলেছেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার দামছড়া থানার ওসি সঞ্জয় মজুমদার। গত ২১মার্চ বৃহস্পতিবার ছয় কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধারের রেশ কাটতে না কাটতে এবার লক্ষাধিক টাকার হেরোইন উদ্ধার করেছেন ওসি।

জানা গেছে রবিবার দুপুর পৌনে দুইটা নাগাদ গোপন খবরের ভিত্তিতে ওসি দলবল নিয়ে দামছড়া জহর কলোনি এলাকার তিনসিয়াকাঙ্গি ত্রিপুরা(৪৩)র বাড়িতে হানা দেন। তখন তার বাড়ি থেকে পাঁচশো কৌটা হেরোইন উদ্ধার হয়। যার ওজন সাড়ে বারো গ্রাম। সাথে একশোটি সিরিঞ্জ সহ বাড়ি মালিক তথা হেরোইন বিক্রেতাকে আটক করেছে পুলিশ।

পরবর্তীতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে একই এলাকার জয়জিৎ দাস(২৭) নামের অপর এক কুখ্যাত হেরোইন পাচারকারীকে আটক করেছে পুলিশ। এমর্মে ওসি সঞ্জয় মজুমদার জানিয়েছেন উদ্ধারকৃত হেরোইনের কালোবাজারি মূল্য আনুমানিক লক্ষাধিক টাকা। পরে থানায় ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু হয়েছে। সোমবার ধৃতদের ধর্মনগর জেলা ও দায়রা আদালতে সোপর্দ করা হবে বলেও জানিয়েছেন ওসি।

ইউরো কিডসের বার্ষিক অনুষ্ঠান

আগরতলা, ২৪ মার্চ।। ইউরো কিডস জয়নগর শাখার প্রি স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান গতকাল মুক্তধারা অডিটোরিয়াম অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার কিরণ কুমার, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ভবন সায়েন্স কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড, দেবব্রত ভৌমিক, প্রাক্তন টিসিএস অফিসার সুনীল ভৌমিক, প্রতিষ্ঠানের ফাউন্ডার চয়ন চৌধুরী ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানের শিশুরা নাচ গান নাটক আর্ট ও যোগাসন প্রদর্শনী করে। পরে তাদের হাতে গ্রাজুয়েশন সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে শিশু এবং অভিভাবকদের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

রাজভবনে আর্থ আওয়ার

আগরতলা, ২৫ মার্চ।। দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে আগরতলা রাজভবনেও গতকাল রাতে আর্থ আওয়ার পালন করা হয়েছে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে গতকাল রাত ৮টা ৩০ মিনিট থেকে ৯টা ৩০মিনিট পর্যন্ত রাজভবনের সমস্ত আলো নিভিয়ে রাখা হয়েছিল। ডব্লিউডব্লিউএফ ইণ্ডিয়া ২০০৯ সাল থেকেই আর্থ আওয়ারের এই কর্মসূচি পালন করে আসছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে একটি সুস্থ বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাক'তিক সম্পদের সংরক্ষণকে গুরুত্ব দিতে এই কর্মসূচির আয়োজন। রাজভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

ভোটের মুখে সভা যোগদান কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ মার্চ।। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ৫৬ নং ধর্মনগর মণ্ডলের উদ্যোগে ৫০, ৫১ ও ৩০ নং বুথকে নিয়ে জেল রোড ক্লাব কনসেনস্াসের পূজা মন্ডপের ময়দানে ভারতীয় জনতা পার্টির এক সুবিশাল সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বিধানসভার অধ্যক্ষ ছাড়াও ধর্মনগর পৌরপরিষদের চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ দে সরকার এবং ধর্মনগর মন্ডল সভাপতি শ্যামল দেবনাথ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। শনিবার রাতে আয়োজিত এই সভা থেকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে পূর্ব ত্রিপুরা কেন্দ্রের ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মাকে বিশাল ভোটে বিজয়ী করার আহ্বান রাখেন ধর্মনগরের বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন।

পাশাপাশি দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সুষ্ঠ শাসনে সমগ্র ভারতবর্ষ সহ ত্রিপুরা রাজ্যের যে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রয়েছে সেইসব বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন তিনি। এদিনের সভায় আট পরিবার সিপিএম এবং কংগ্রেস দল ছেড়ে যোগদান করলেন গেরুয়া শিবিরে।

নবাগতদের দলীয় পতাকা দিয়ে বরণ করে নেন এলাকার বিধায়ক তথা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। এই অনুষ্ঠানে কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত।

এদিকে, লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বিরোধী শিবিরে ভাঙ্গন অব্যাহত রয়েছে। মোহনপুর বিধানসভা এলাকাতেও বিরোধী হিসেবে শাসক দলের পতাকা তলে শামিল হওয়ার প্রবণতা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মোহনপুর বিধানসভা এলাকার কৃষ্ণনগরে এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এই যোগদান সভাতে ৬৯ জন ভোটার সিপিআই(এম) দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন। এইদিন মোহনপুরে বিধায়ক তথা মন্ত্রী রতন লাল নাথ নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে বরণ করে নেন। কলকলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরে এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এই যোগদান সভাতে এলাকার প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান কল্পনা সরকার, প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য গৌরাঙ্গ দাসের নেতৃত্বে ৬৯ জন ভোটার সিপিআই(এম) দল থেকে বিজেপিতে যোগদান করেছেন। এদিন নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে দলে স্বাগত জানিয়েছেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

এদিন শ্রী নাথ বলেন নরেন্দ্র মোদি দেশের সমস্ত অংশে মানুষের জন্য কাজ করছেন। দলমত এর উর্ধে উঠে তিনি দেশের জন্য একাগ্র রচিত্তে কাজ করছেন বলে মন্তব্য করলেন মন্ত্রী। এছাড়াও ২০১৮ সালে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ঘর, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, কৃষি থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের যে সুবিধা মানুষ পেয়েছে সে সমস্ত বিষয় নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গুলি বাস্তবায়নে আরো ব্যাপক সংখ্যায় বিরোধী শিবির ছেড়ে শাসনকালের পতাকা তলের সামিল হওয়ার আহবান জানানো হয়েছে।

চলন্ত ট্রেনে আগুন, আতঙ্ক!

ডায়মন্ড হারবার, ২৪ মার্চ (হি.স.): চলন্ত ট্রেনে আগুন আতঙ্ক। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ডায়মন্ড হারবার লাইনের রাধানগর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। সূত্রের খবর, ডায়মন্ড হারবার-শিয়ালদহ শাখার আপ ৫:২০ মিনিটের ট্রেনটি যাত্রী নিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎই রাধানগর স্টেশন এর কাছে ট্রেন থেকে ধোঁয়া বেরোতে থাকে, এরপরেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ট্রেন যাত্রীদের মধ্যে।

ডায়মন্ডহারবার জিআরপির পক্ষ থেকে জানানো হয়, ট্রেনের পেছন দিকে ইঞ্জিনের থেকে ধোঁয়া বের হতে থাকায় ১০-১৫ মিনিটের জন্য চলাচল বন্ধ থাকে। পরে রেলের কর্মীরা ট্রেনের পেছনের বগির ইঞ্জিনে গ্যাস দিয়ে ধোঁয়া বন্ধ করে। এরপরে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

দিল্লির প্রতিটি পরিবারে কেজরিওয়াল রয়েছেন : সন্দীপ পাঠক

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ (হি.স.): কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করে বিজেপি বড় ভুল করেছে, এই অভিমত পোষণ করলেন আম আদমি পার্টির নেতা সন্দীপ পাঠক। তিনি বলেছেন, দিল্লির প্রতিটি পরিবারে কেজরিওয়াল রয়েছেন। রবিবার সন্দীপ পাঠক বলেছেন, 'দিল্লির প্রতিটি পরিবারে কেজরিওয়াল আছে। অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করে বিরাট ভুল করেছে বিজেপি। দিল্লিতে লক্ষ লক্ষ কেজরিওয়াল আছে এবং তারা রাস্তায় নামবে।'সন্দীপ পাঠক আরও বলেছেন, 'দল কীভাবে চলবে তা নিয়ে মানুষের মধ্যে সন্দেহ ছিল, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নির্দেশেই দল চলছে এবং চলবে। তিনি জেলের ভিতরেও অনেক বেশি শক্তিশালী... বিজেপি একটি বড় ভুল করেছে। তাদের রাজনৈতিক কৌশল ব্যর্থ হয়েছে... জনগণই তাকে বলছে, তিনি যেখানেই থাকুক না কেন, তিনি যে সরকার চালান।

সংখ্যালঘু ৪৪ পরিবারের ১৯০ জন ভোটার বিজেপিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম,২৪ মার্চ:বিজেপি দলকে আরো শক্তিশালী করতে রবিবার বিশালগড় মন্ডলের উদ্যোগে ছনপাড়ায় এলাকায় এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়।এই দিনের সভায় বিশালগড় মন্ডল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি তপন দাসের নেতৃত্বে সংখ্যালঘু ৪৪ পরিবারের ১৯০ জন ভোটার কংগ্রেস ও সিপিএম দল ত্যাগ করে বিজেপি দলে যোগদান করে।

এই সভায় তাদেরকে দলে বরণ করে নেন বিশালগড়ের তরুণ বিধায়ক সুশান্ত দেব। বিজেপি বিশালগড়ের তুর্কি তরুণ বিধায়ক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদির হাতকে শক্ত করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের দুটি লোকসভা আসন জয় লাভ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে উপহার স্বরূপ দেবেন।

বিজেপি তারই লক্ষ্যে পাহাড় সমতল এমনকি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সমস্ত জায়গায় কাজ করে চলছে। বিজেপি দলের উন্নয়নমুখী কার্যকলাপ দেখে বিরোধী দল ছেড়ে সংখ্যালঘু মানুষ কাতারে কাতারে বিজেপির ছত্রছায়ায় এসে বিজেপির দলকে আরো শক্ত করছে বলেও জানান তিনি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।